জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ধৃত আরও এক

বাঘাযতীনে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় এবার প্রোমোটারের পর কলকাতা পুলিশের জালে অভিযুক্ত লিফ্টিং সংস্থার কর্ণধার অভিষেক নাগরা। হরিয়ানা থেকে তাকে আনা হচ্ছে

বৃষ্টির সম্ভাবনা

চলতি সপ্তাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পারদ ওঠানামা করবে। দক্ষিণের কোনও কোনও জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ ও ছিটেফোঁটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম

ইউপিএ-এনডিএ সরকার উভয়েই কর্মসংস্থানে ব্যর্থ

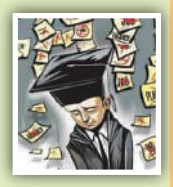

মণিপুর দাঙ্গার উসকানিদাতা খোদ মুখ্যমন্ত্রী! অডিও ভাইরালে তদন্ত

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ২৫৮ ● ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ২১ মাঘ ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 20, Issue - 258 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 4 FEBRUARY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বিপুল করের বোঝা ১০০% মানুষের মাথায়, আয়কর ছাড় চোখে ধুলো

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের বাজেটে আয়কর ছাড়ের যে ঘোষণা করা হয়েছে তা আসলে যে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। বিপুল করের বোঝা ইতিমধ্যেই আমজনতার মাথায়। তার মাঝে আয়কর ছাড়ের গল্প অর্থহীন এবং ছেলে ভোলানো খেলা।

কর বা ট্যাক্সের বোঝার চাপে দেশের ১৪০ কোটির বেশি মানুষ কার্যত ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন। মাথায় রাখতে হবে দেশের প্রত্যেকটি পণ্যের উপর জিএসটি চাপিয়ে রেখেছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। এই জিএসটির আক্ষরিক অর্থ 'গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স' হলেও আসলে মানুষ এখন এটিকে বলছেন 'গভর্নমেন্ট স্পেশাল ট্যাক্স'! গরিব থেকে উচ্চবিত্ত, কৃষক থেকে শ্রমিককে আলপিন থেকে মেডিসিন, মুদির দোকান থেকে চায়ের দোকান, শাড়ি থেকে সোনার দোকান, চিড়ে থেকে জিরে-মুড়ি কিনতে গেলে জিএসটি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রে জিএসটি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে মানুষকে। নাভিশ্বাস ১০০% জনসংখ্যার উপর। জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি পর্বে এই ট্যাক্স। হাইওয়ে দিয়ে যেতে গেলেও ট্যাক্স, হোটেলে মাথা গোঁজার জন্য

দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য বাংলাই দেয় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের পেনশন

রাত কাটাতে গেলেও ট্যাক্সের বোঝা। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট অবস্থান, আমি এবং আমার দল সাধারণ মানুষের উপর কর চাপানোর বিরোধী। এই পরিস্থিতিতে আয়কর ছাড় নিয়ে মিথ্যাচারের বিজ্ঞাপন করার (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ক্লীবলিঙ্গ

ছোটবেলায় পড়েছিলাম তিনটে লিঙ্গের
কথা ব্যাকরণে, ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ আর
স্ত্রীলিঙ্গ।
এখন কিন্তু পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নয়
দাম বেশি কার জানেন
ক্লীবলিঙ্গের! কেন এমন হল
তার কারণ অনেকে পুরুষ হয়েও আজ
সবচেয়ে বড় কাপুরুষ।
মেরুদণ্ডটা যার সোজা, সে তো মেরুদণ্ডটা
সোজা করে রাখার চেষ্টা করবে
কিন্তু মেরুদণ্ডটা যার থেকেও নেই অর্থাৎ
চোখের সামনে সব দেখেও যেন দেখতে
পায় না
কানে কিছু ভেসে আসলে নাকি শুনতে
পায় না
কারণ কানের ভেতরে এক ধরনের সূক্ষ্ম
তুলো দিয়ে রাখলে সব আওয়াজ
কানে পৌঁছয় না। বাকশক্তি থাকলেও
মাঝে মাঝে নূতন পরিপাটি
দাঁত বাঁধানোর ফলে মুখটা
একটু বুঝে-সুজে নাড়তে হয় নাহলে
পরিপাটি দাঁতগুলোর নাকি ক্ষতি হতে
পারে। শুনেছেন 'বোবা আর কালার' কোনো
শত্রু নেই।
থাকবে কি বাকহীন কথা বলতে পারে না
আর যার কর্ণগোচরে শব্দ প্রবেশ করে
না সে
শুনতেও পায় না। তাই আসল 'বোবা
বা কালা'
নয়। 'ক্লীবলিঙ্গের' বেশধারী কিছু কাপুরুষের
দল যাদের মেরুদণ্ড সোজা করবার
ক্ষমতা নেই
তারা নাকি আজ সবচেয়ে 'সুপুরুষ' মানে
সর্বগুণে গুণা আর সর্বঘটের কাঁঠালি কলা।
দেখতে সব একদম কার্তিক ঠাকুরের মতো।
চেহারায় দারুণ জৌলুস।
ভাষা? হ্যাঁ, হাই-ফাই হাইপার
বুদ্ধিমান, সব ক্ষমতায় বলিয়ান কিন্তু ভয়ে
পলায়মান—কে কত আগে পালাবে
কারণ ক্লীবলিঙ্গ কি না? মেরুদণ্ড
সোজা করবেন এনারা কোন দুঃখে?
কারণ মেরুদণ্ডটাকেও মাঝে মাঝে
ইস্তিরি করা জামা কাপড়ের
মতো 'সাবান' দিয়ে ধুয়ে, ইস্তিরি
করতে হয় কি না? তাই ক্লীবলিঙ্গই
নাকি 'বর্তমানে' শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ যার
কোন ঝামেলা নেই, ঝক্কি নেই
আছে শুধু ক্ষমতার পরিপাটি
আর নতুন ব্যাকরণের ভাষায়
হয়তো কবে শুনবো এর নাম
দূরদৃষ্টি ক্লীবলিঙ্গের
যথাযথ সৃষ্টি।

আরও লগ্নি, আরও কর্মসংস্থান
কাল শুরু বিজিবিএস, প্রস্তুতি তুঙ্গে

প্রতিবেদন : আজ, মঙ্গলবার বিকেলে মিলন মেলায় চা-চক্র থেকেই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের ঢাকে কাঠি পড়ে যাচ্ছে। যদিও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার দুপুরে। দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ ধরে সচিব এবং মন্ত্রী পর্যায়ে চরম প্রস্তুতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। এবার কাউন্টডাউন। একদিকে যেমন মুকেশ আম্বানি, সজ্জন জিন্দলদের মতো দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিরা থাকবেন সম্মেলনে, তেমনি রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পপতিরা ছাড়াও থাকছেন জার্মানি, জাপান তথা ইউরোপের বণিকমহল। এবারের বাণিজ্য সম্মেলন বাড়তি মাত্রা পেয়েছে— সিআইআই ও ফিকির জাতীয় বৈঠক বসেছে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারেই। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের আগেই মুখ্যমন্ত্রী এই বণিকসভার সঙ্গে বৈঠক করবেন। লগ্নি করতে আহ্বান জানাবেন। বাণিজ্য সম্মেলন উপলক্ষে সেজে উঠেছে মহানগরী। হোর্ডিং, ব্যানার-সহ পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা নখদর্পণে রাখছে প্রশাসন। আসছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, ভুটানের রাজাও। সব মিলিয়ে বাণিজ্য সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশও। (এরপর ৬ পাতায়)

প্রস্তুতি প্রায় সারা। শহর জুড়ে বিজিবিএসের হোর্ডিং। সোমবার।

বাণিজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

যাঁরা থাকছেন বাণিজ্য সম্মেলনে

- শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি
- শিল্পপতি সজ্জন জিন্দাল
- ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন
- ভুটানের রাজা জিগমে খেসার ওয়াংচুক
- বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দল

প্রতিবেদন : বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন শুরু কাল, বুধবার থেকে। রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে মেগা সম্মেলন নিয়ে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরেই এখন সাজো-সাজো রব। সম্মেলন শুরুর ঠিক আগে মঙ্গলবার নবান্নে আরও একবার বৈঠকে বসছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে ওই বৈঠকে সব দফতরের মন্ত্রীদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত সম্মেলন-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বৈঠকে। এরপরে মুখ্যমন্ত্রী নিউ টাউনের ইকো পার্কে শিল্পপতি-সহ বিভিন্ন বণিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে চা-চক্রে মিলিত হবেন। সেখানে সম্মেলনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে।

কুম্ভ বিপর্যয়ের লজ্জা ঢাকতে আলোচনায় 'না' ধনকড়ের

প্রতিবেদন : প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে নজর ছিল গোটা বিশ্বের। আর সেখানে পদপিষ্টের ঘটনায় মানুষের মৃত্যুতে মুখ পুড়েছে গোটা দেশের। এই মৃত্যু মিছিল কি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি তার পিছনে রয়েছে ষড়যন্ত্র? এই নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষে আলোচনার দাবি জানান বিরোধী দলের সংসদরা। গোটা ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে তৎপর কেন্দ্রের সরকার সোমবার পত্রপাঠ বিরোধীদের সেই আলোচনার দাবিকে খারিজ করে দিলেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়। যোগীর জনবিরোধী নীতিকে ধামাচাপা দিতে কতটা তৎপর মোদি সরকার, ফের একবার প্রমাণিত হল রাজ্যসভায়।

২৯ জানুয়ারি মধ্যরাতে মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় ৩০ জনের মৃত্যুর দাবি করে যোগী প্রশাসন। যদিও বেসরকারি মতে মৃত্যুর সংখ্যাটা ১০০ ছাড়াতে পারে বলে দাবি বিরোধীদের। মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে যোগী প্রশাসনের মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দিতে সচেষ্ট হয় তৃণমূল। এই ইস্যু নিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে প্রথমবার সর্বদল (এরপর ১০ পাতায়)

এবার পাল্টা কানাডা, মার্কিন পণ্যের উপর চড়া হারে শুল্ক

প্রতিবেদন : আমেরিকার বিরুদ্ধে বদলা কানাডার। কানাডার আমদানিকৃত পণ্যে চড়া শুল্ক বসিয়েছে ট্রাম্প সরকার। পাল্টা মার্কিন পণ্যের উপর ২৫% শুল্ক বসিয়ে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর ঘোষণা, ৩ সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। আমেরিকার সিদ্ধান্তের পরিণাম যে ভয়ঙ্কর হবে সে কথাও ট্রুডো শুনিয়েছেন। ট্রুডোর সিদ্ধান্ত, খনিজ ও অন্যান্য পণ্য শুল্ক ছাড়াই কানাডায় আসত। এবার বসছে চড়া হারে শুল্ক। ক্ষমতায় এসেই ট্রাম্পের ঘোষণা, মেক্সিকো, কানাডা থেকে আসা পণ্যের উপর ২৫% এবং চিনের পণ্যের উপর ১০% শুল্ক ধার্য করা হবে। যদিও খনিজ তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের উপর ১০% শুল্ক থাকবে। ট্রাম্পের হুমকি ছিল, যদি কোনও দেশ প্রতিশোধ নিতে পাল্টা শুল্ক আরোপ করে তাহলে শুল্ক আরও বাড়বে। ট্রুডো সেই চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়েই পাল্টা শুল্ক চাপানোর ঘোষণা করলেন। ফলে লড়াই তুঙ্গে।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

4 February, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯১৮ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) এদিন অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙিতে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য, সিনেমা, অধ্যাপনা— সবেতেই তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। ছোট ছোট মুক্তোর মতো অক্ষরে লম্বা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজের এক পিঠে লিখতে লিখতেই সৃষ্টি 'উপনিবেশ', 'শিলালিপি', 'মহানন্দা'র মতো উপন্যাস। 'হাড়', 'টোপ', 'ডিনার'-এর মতো অবিস্মরণীয় ছোটগল্প। ওই ভঙ্গিমাতেই সৃষ্টি হয়েছে টেনিদা চরিত্রের। আবার 'সাহিত্য ও

সাহিত্যিক', 'সাহিত্যে ছোটগল্প'র মতো প্রবন্ধের বই, তাতেও কম যায় না নারায়ণের কলম। দ্বিতীয় বইটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফিল-ও পান তিনি। 'কপালকুণ্ডলা', 'ইন্দিরা', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', 'সাহারা' প্রভৃতি অজস্র সিনেমায় নারায়ণবাবু চিত্রনাট্যকারের দায়িত্ব সামলেছেন। শুধু চিত্রনাট্যই নয়, 'চারমূর্তি', 'নন্দিতা', 'সঞ্চারিণী' থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'টোপ'— বহুবার নারায়ণবাবুর লেখা ফিরে এসেছে সিনেমার পর্দায়। গানও লিখেছেন 'ঢুলি' ছবিতে।

১৯৩৮ পণ্ডিত বিরজু মহারাজ (১৯৩৮-২০২২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম পণ্ডিত বৃজমোহন মিশ্র। কিংবদন্তি কত্থক শিল্পী। কত্থকের 'মহারাজা' পরিবারে জন্ম। সাত পুরুষ ধরে তাঁদের পরিবারে নাচের চর্চা। তাঁর

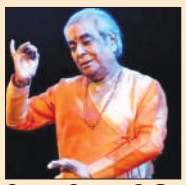

দুই কাকা শম্ভু মহারাজ এবং লচ্ছু মহারাজ ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী। বাবা অচ্ছন মহারাজই ছিলেন বিরজুর গুরু। রবিশঙ্কর তাঁর নাচ দেখে বলেছিলেন, ''তুমি তো লয়ের পুতুল''। একাধারে নাচ, তবলা এবং কণ্ঠসঙ্গীতে সমান পারদর্শী ছিলেন বিরজু। ছবিও আঁকতেন। কলকাতার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল বিরজুর। ১৯৫২ সালে এই শহরেই জীবনে প্রথম মঞ্চে পারফর্ম করেন। মন্মথনাথ ঘোষের বাড়িতে। তখন তাঁর বয়স চোদ্দো। ১৯৮৩ সালে তাঁকে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করে ভারত সরকার।

১৯৯৭ রবি ঘোষ (১৯৩১-১৯৯৭) এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'থিয়েটার' সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধে 'রবি ঘোষ'কে নিয়ে লিখেছিলেন, ''আমি তাঁর মঞ্চ অভিনয় বিশেষ দেখিনি। কত এলেবেলে সিনেমায় তিনি ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তবু তাঁকে দেখামাত্র বোঝা যেত, কত বড় অভিনেতা তিনি, আন্তর্জাতিক মানে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। এখন আফসোস হয়, রবি ঘোষকে তাঁর যোগ্যতার সঠিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, কোনও গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রে বড় কোনও ভূমিকাও পাননি। তবে সত্যজিৎ রায় তাঁকে খুব পছন্দ করতেন।''

১৯৭৪ সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার হিসেবে যোগদানের পর সত্যেন্দ্রনাথ বসু তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান ও এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির ওপর কাজ শুরু করেন। এ-ছাড়া তিনি ক্লাসে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পড়াতেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আজ সারা দুনিয়া সমীহ করে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্বের জন্য। পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কণার নাম 'বোসন' কণা।

১৯১২ মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) এদিন প্রয়াত হন। উনিশ শতকের কবি মনোমোহন বসু ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমসাময়িক। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সাংবাদিক। 'সংবাদ প্রভাকর'-এ সাংবাদিকতা করেছেন।

সম্পাদনা করেছেন 'মধ্যস্থ' পত্রিকার। লিখেছিলেন, ''ছুঁই সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে, দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে/ প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে, কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন!'' অর্থাৎ সুচ, সুতো থেকে শুরু করে দেশলাই সবই আসে বিদেশ থেকে। প্রদীপ জ্বালানো থেকে জীবনের সর্বত্র বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভর করতে হয় পরাধীন ভারতবাসীকে।

২০০১ পঙ্কজ রায় (১৯২৮-২০০১) এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলার প্রথম ক্রিকেট যোদ্ধা। সাল ১৯৫১। মুম্বইয়ে দ্বিতীয় টেস্টেই বঙ্গসমাজে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রথম বাঙালি টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করেন তিনি। বৃদ্ধরা সেদিন কেঁদেছিলেন, তরুণরা গর্জন করে উঠেছিল— গর্ব করার মতো কাউকে আমরা পেয়ে গিয়েছি। সিরিজের শেষ টেস্ট, তৎকালীন মাদ্রাজে আবার সেঞ্চুরি পঙ্কজ রায়ের। এবং বাঙালির শতরানের দৌলতে সেই প্রথম ইংল্যান্ডকে হারায় ভারত। পায় প্রথম টেস্ট জয়। ১১ জানুয়ারি, ১৯৫৬-তে বিনু মানকড়ের সঙ্গে ৪১৩ রানের জুটি করে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ব্যাপক পরিচিতি পান। এই রেকর্ড ৫২ বছর টিকেছিল। ১৯৭৫ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন তিনি।

১৯৯০ মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-১৯৯০) এদিন প্রয়াত হন। আত্মজীবনীমূলক অসামান্য উপন্যাস 'ন হন্যতে'র শিল্পকার মৈত্রেয়ী দেবী। রবীন্দ্র বিষয়ক তাঁর বইগুলো হল 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', 'স্বর্গের কাছাকাছি', 'কবি সার্বভৌম', 'রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে', 'রবীন্দ্রনাথ : দি ম্যান বিহাইন্ড হিজ পোয়েট্রি'।

নজরকাড়া ইনস্টা

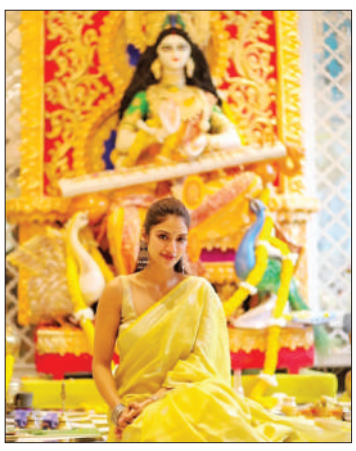

■ নুসরত জাহান

■ মনামি ঘোষ

■ সারা আলি খান

সরস্বতী বন্দনা

সরস্বতীপুজো মানেই সাজগোজ আর সেলফি তোলা। নবীনদের এই প্রবণতার কথা মাথায় রেখেই মহিষাদলের গয়েশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে করা হয়েছিল সেলফি জোন। সকন্যা মায়েরাও মজেছেন সেলফি তোলায়। সোমবার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১২৮৪

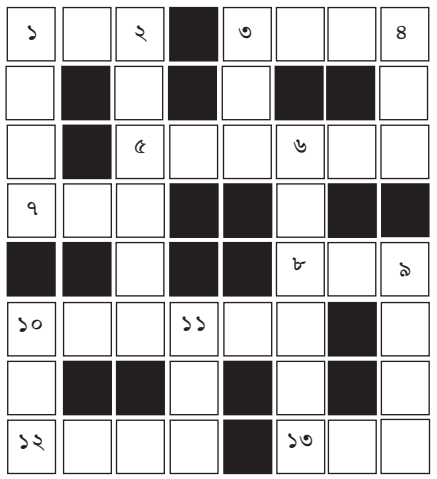

পাশাপাশি : ১. বইয়ের মলাটের সঙ্গে লাগোয়া ভিতরের দিকের প্রথম ও শেষ পাতা ৩. একঘরে ৫. ব্রহ্মা, প্রজাপতি ৭. পক্ষান্তরে ৮. সবারই বাড়ে ১০. শহরের দোকান, হাট ১২. উত্তম লেখক ১৩. সাদা।

উপর-নিচ : ১. নখ ২. অহংকারশূন্য, নিরভিমান ৩. (আল.) সমবেত ধ্বনি ৪. ঘরের সংলগ্ন ঘেরা বারান্দা ৬. মুটে, কুলি ৯. বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ১০. ধর্মনিষ্ঠ ১১ চাকা, চক্র।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১২৮৩ : পাশাপাশি : ২. পাঙ্গাশ ৪. আরব ৬. ধুর ৭. নিজেরকাজ ৮. ক্ষমতা ১০. খাটাল ১২. জনবসতি ১৩. বল্য ১৪. রক্ষণ ১৬. নিরাশ। **উপর-নিচ :** ১. ধার ২. পাথরচাটা ৩. শরজ ৪. আরক্ষ ৫. বনিতা ৯. মহাবংশ ১০. খাতির ১১. লবণ ১২. জড়ানি ১৫.ক্ষণ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

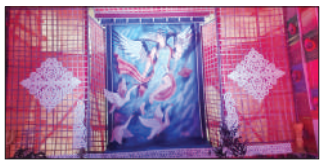

গঙ্গাসাগর কচুবেড়িয়া ইউথ কেরিয়ার কোচিং সেন্টারের সরস্বতী পুজো

আমারশহর

4 February, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মঙ্গলবার

ডেস্টিনেশন বেঙ্গল ■ শুরুর আগে শহর জুড়ে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রচার

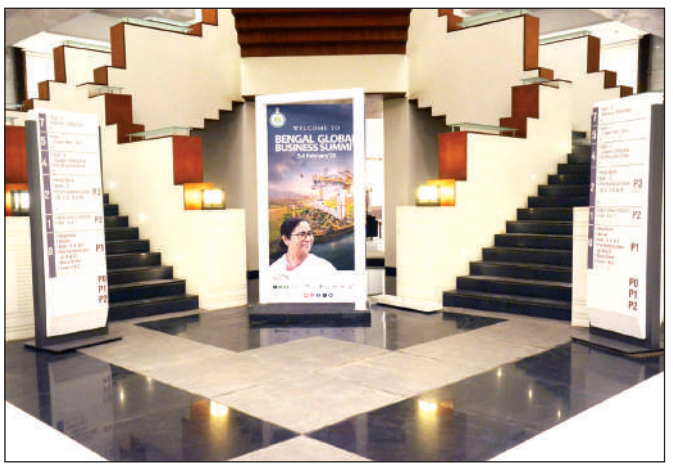

বিভ্রান্ত করছেন রেলমন্ত্রী, পর্দাফাঁস তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বিজেপি আমলে উচ্ছন্নে গিয়েছে রেলমন্ত্রক। শেষ একবছরে একের পর এক দুর্ঘটনায় রেলযাত্রা কার্যত নরকযাত্রায় পরিণত হয়েছে। বাজেটে রেলকে নিয়ে কোনও বড় ঘোষণা নেই, নেই বরাদ্দের খতিয়ানও। তৃণমূল এই চূড়ান্ত রেলবঞ্চনা নিয়ে প্রতিবাদে সরব হতেই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বাংলার রেল প্রকল্পে ভূরি-ভূরি বরাদ্দ ও বিনিয়োগের ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেই ঘোষণা যে কতটা বিভ্রান্তিকর ভাঁওতাবাজি, পয়েন্ট ধরে ধরে তা ফাঁস করে দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। জানালেন, রেলমন্ত্রী বাংলার মানুষকে রেল নিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। শুধুমাত্র বাংলাই নয়, গোটা দেশে কোনও নতুন রেল প্রকল্প ঘোষণা হয়নি। বাংলার নামে ভূরি-ভূরি ঘোষণায় আদতে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

প্রত্যেক বাজেটেই রেল নিয়ে বিশেষ বরাদ্দ থাকে। বিভিন্ন রেলপ্রকল্পেরও ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এবারের বাজেটে সেরকম কিছুই দেখা যায়নি। তাই চাপে পড়ে রেলমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেছেন, চলতি অর্থবর্ষে ১৩,৯৫৫ কোটি বরাদ্দ হয়েছে রেলের জন্য। বাংলার নাম করে ৬৮,০০০ কোটি বিনিয়োগেরও দাবি করেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। কিন্তু সবটাই যে আসলে বিজেপি সরকারের ভাঁওতাবাজি, সোমবার তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন কুণাল ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, প্রথমত, তখনকার থেকে এখনকার টাকার দামের হাল বিজেপি সরকার যা করেছে, এই বেশি-কমের আনুপাতিক বিষয়টা সেইভাবেই বিবেচনা করা উচিত। দ্বিতীয়ত, কাগজে-কলমে তাঁরা অনেক টাকা দেখাচ্ছেন, কিন্তু সেই টাকা কখনই তারা দেন না। আর্থিক বছর শেষের সময় এমনভাবে কিছু টাকা রিলিজ করা হয়, যাতে সেই টাকা প্রকল্পের কোনও কাজে লাগে না। শুধু রাজনীতি করার জন্যই সেটা দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন যতগুলি প্রকল্প কার্যকর করেছিলেন, যতগুলি নতুন ট্রেন, স্টেশন আধুনিকীকরণ, নতুন লাইন দিয়েছিলেন; তার কিছুই আজকের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে দেয়নি। রেলমন্ত্রী এখন যা যা বলছেন, তা শুধুই বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য।

তাঁর সংযোজন, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুদূর উত্তরবঙ্গকে রেলপথে দিঘার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। রেলমন্ত্রী হিসেবে নজিরবিহীনভাবে বাংলার রেল যোগাযোগের উন্নতি করেছেন তিনি। দেশ জুড়ে প্রচুর নতুন ট্রেন, নতুন রুট চালু করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে প্রজেক্টগুলি তিনি করেছিলেন, সেগুলিকে ড্রাই করে দিয়েছে এনডিএ সরকার। সময়মতো ফান্ডিং করেনি। একইসঙ্গে কুণালের প্রশ্ন, দুর্ঘটনা এড়ানো কিংবা যাত্রী-সুরক্ষা নিয়ে ব্যবস্থা কোথায়? রেলওয়ে ট্র্যাক মেইন্টেন্যান্স, সময়মতো ট্রেন চলা, যাত্রী পরিষেবা— এগুলো নিয়ে বাজেটে কোনও সদুত্তর নেই কেন? এতদিন ধরে কী করেছেন রেলমন্ত্রী?

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান : মূল কাজ শুরু চলতি মাসেই

প্রতিবেদন : পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ও হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে প্লাবনের হাত থেকে পাকাপাকি মুক্তি দিতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের মূলপর্বের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। সেচ ও জলপথ দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি শুরু হবে ওই কাজ। সেচ ও জলপথমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, রাজ্য সরকার নিজের টাকায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ করছে। এজন্য খরচ হবে ১২৩৮ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন কাজে ৩৪১ কোটি ৫৫০ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। সমীক্ষার কাজ, বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির কাজও শেষ। এবার শুরু হবে মূলকাজ। মন্ত্রীর কথায়, দুই মেদিনীপুর, হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে নিত্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রসঙ্গও বিধানসভায় তুলে ধরেন সেচ ও জলপথ দফতরের মন্ত্রী। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়েছেন, প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য, তারপরও কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সাল থেকে একটা পয়সাও দেয়নি। তাই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিজের অর্থ দিয়ে করার পরিকল্পনা রাজ্যের। এই পরিকল্পনায় দক্ষিণের তিন জেলা প্লাবন থেকে রক্ষা পাবে। উত্তরবঙ্গে গঙ্গা ভাঙন রুখতে ভূতনি, দিয়ারা, রতুয়া এক ও দু'নম্বর ব্লক এবং সুন্দরবনকে রক্ষা করতে দু'টি বড়সড় পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

■ খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের পাশে জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হসপিটাল বা জেআইএমএসের উদ্বোধনে উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সোমবার।

■ বসন্ত পঞ্চমীতে বাড়িতে সপরিবারে বাগদেবীর আরাধনায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

4 February, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুখোশ

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। উপরাষ্ট্রপতি পদে বসার আগে তিনি বাংলার রাজ্যপাল ছিলেন। রাজ্যপাল থাকাকালীন তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ রাজ্যবাসী দেখেছেন এবং অবাক হয়েছেন। রাজ্যপাল পদটি সাংবিধানিক কিন্তু তিনি সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে কার্যত বিজেপির মুখপাত্রের মতো কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। এই কারণেই তাঁকে 'প্রাইজ পোস্টিং' হিসেবে দেশের উপরাষ্ট্রপতি করা হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করত। উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ধনকড়। নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকার কথা। কিন্তু এখানেও কার্যত বিজেপির হয়েই লড়ে যাচ্ছেন ধনকড়। আর সেটা নির্লজ্জভাবে। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা দেশের লজ্জা। ডবল ইঞ্জিনের যোগী সরকার মৃত্যু তো লুকোতে চেয়েইছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্তরকম সাহায্য নিয়েও কুম্ভমেলাকে মৃত্যুপুরী বানিয়ে ফেলেছে। বারবার আগুন লেগেছে। আর কুম্ভস্নানের দিন যেভাবে লাখ লাখ মানুষ পদপিষ্ট হয়েছেন এবং অগণিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, তা উত্তরপ্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশের মানুষের জানার দরকার কেন এই ঘটনা ঘটল। সেই কারণেই বিরোধীরা সংসদে আলোচনা চেয়েছিলেন। কিন্তু পত্রপাঠ সেই আলোচনা বাতিল করে দিয়েছেন ধনকড়। বিজেপির মুখ পুড়েছে। দেশের মানুষ জবাব চাইছেন। মৃত্যুর সংখ্যা কয়েকশো। হাসপাতালগুলির মর্গে অসংখ্য দাবিদারহীন মৃতদেহ। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বহু মানুষ। অথচ সংসদে আলোচনা করায় বাধা চেয়ারম্যানের। বিজেপির রাজ্য সরকারকে বাঁচাতে বুক দিয়ে আগলানোর চেষ্টা। তৃণমূল-সহ বিরোধী দলের ৯টি নোটিশ জমা পড়েছিল। কিন্তু সংসদেও বিজেপির স্বৈরাচার অব্যাহত। ধনকড়ের মুখোশ খুলে গিয়েছে। এভাবে সংসদে আলোচনা না করে সত্য কি ঢেকে রাখা সম্ভব?

e-mail থেকে চিঠি

নির্মলার বাজেট-ব্যর্থতা

নির্মলার অনির্মল অর্থমন্ত্রী যে দিকগুলোর দিকে তাকালেন না, তার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনা। তার অর্থবরাদ্দ গত বছরের চেয়ে এক টাকাও বাড়েনি, অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির অঙ্কটি বাদ দিলে প্রকৃত বরাদ্দ কমল। আয়কর ছাড় যাঁদের জন্য অপ্রযোজ্য, এই বাজেট তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর কথা ভাবল না। এই মুহূর্তে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ভারতের সামনে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ। অর্থমন্ত্রীর বাজেট-ভাষণে সেই প্রসঙ্গ এল যৎসামান্য— এবং, সেই ভাবনায় সরকারের প্রত্যক্ষ কোনও কর্তব্য নেই, মূলত ট্রিক্ ল ডাউন এফেক্ট-নির্ভর কর্মসংস্থানের কথা বললেন অর্থমন্ত্রী। অন্য দিকে, সুস্থ ও সবলতর ভারত গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পিএম-পোষণ প্রকল্পে বরাদ্দ কমল। আয়করে বিপুল ছাড়ের ঘোষণার 'ধামাকা'য় এই কথাগুলি চাপা পড়ে যাবে, এমন হিসাব কষেই ওই ঘোষণাটিকে একেবারে শেষ পাতে রাখা হল। বিজেপি সম্ভবত আঞ্চলিক দলগুলিকে এই বার্তা দিতে চায় যে, রাজনৈতিকভাবে তাদের পাশে থাকলে রাজ্যগুলির প্রত্যক্ষ আর্থিক লাভ হবে। 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের যেকথা বিজেপি বলে থাকে, এটিকে তার পরিবর্ধিত রূপ হিসাবে দেখা যেতে পারে। অন্য দিকে, এ বছর নরেন্দ্র মোদি ৭৫ বছর পূর্ণ করবেন। তাঁরই নীতি অনুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করে 'মার্গদর্শক' হবেন, এতখানি না ঘটলেও ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন মোদি-কেন্দ্রিক না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে দলের আঞ্চলিক শক্তির গুরুত্ব বাড়বে। বিহারের প্রতি উদারহস্ত হওয়া এক অর্থে বিজেপির প্রাদেশিক রাজনীতির প্রতিও বার্তা। ২০২৪ সালের লোকসভা ও একাধিক বিধানসভা নির্বাচনে স্পষ্ট যে, একদিকে যেমন এনডিএ-র ছোট শরিকদের দিকে তাকাতে হবে, অন্যদিকে, রাজ্যস্তরের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। এই বাজেটে বিহারের প্রতি প্রকট পক্ষপাতকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা বিধেয়।

—সুকল্প শীল, নাকতলা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

যাত্রার মঞ্চেও মমতাস্পর্শ

যাত্রা করে ফাতরা লোকে! সে করুক। করতেই পারে। তাই বলে কি আর দূরে ঠেলে রাখা যায় লোকশিল্পের এই আসরটাকে! যাত্রার যাত্রা তাই অব্যাহত। এখন তাতে জুড়েছে মা-মাটি-মানুষের আদরের ছোঁয়া, সরকারিভাবে। লিখছেন **পৌলমী ভট্টাচার্য**

যাত্রাশিল্পের অন্তরাত্মাতে লুকোনো জন সংযোগের বীজমন্ত্র।

মাটির বড় কাছাকাছি। সত্যি বলতে, যাত্রার বিকাশ থিয়েটার বা নাটকের অনেক অনেক আগে। অন্তত বাংলার মাটিতে। বৈষ্ণব ধর্মের আগল খোলা সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ডাকটি শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) উচ্চারণ করেই বুঝেছিলেন, আপামর জনতার মর্মে জায়গা করে নেওয়ার জন্য চাই অভিনয়ের কৃতকৌশল। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখর হয়ে উঠল তাঁর অবলম্বন। নিজে সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত হয়েও বেছে নিলেন, নৃত্য-গীত-কথার সহজ চলন। ব্রজলীলা, রাবণবধের মতো পালায় উঠে এল, জীবনের আকুতি। ঈশ্বর ভক্তির নিবিষ্ট নিবিড়তা সংলাপের অভিঘাতে জায়গা করে নিল, সাধারণ জন-জীবনে। যদিও বাংলার যাত্রাপালার প্রকৃত বিকাশ আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এই শতকের শেষ দিকে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (১৭১২-১৭৬০) অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনি নিয়ে রচিত বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। সেই ধারাপথ বেয়ে সেকালে দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন থেকে চৈত্রের বাসন্তী পুজো পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল বাংলার এক আশ্চর্য বিনোদন, যাত্রা।

গ্রামজীবন তখনও শহুরে ইংরেজি শাসিত ঘেরাটোপ থেকে দূরে। মেঠো আধো অন্ধকারে, জমিদারবাড়ির কাছারি উঠোনে হ্যাজাকের আলোতে অভিনীত হত পালা। খুব চেনা উদাহরণ খুঁজলে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর ফ্যান্টাসি মনে করুন। রূপালী পোশাকের তবক খুলে তলোয়ার ঝলসানো যুদ্ধ। আর কোনও কোনও ক্লাইম্যাক্সে দর্শক আসন থেকে রব, ''ঝাড় সামলে, ঝাড় সামলে''!

এ তো একযুগ। বলা ভাল এক অধ্যায়। শ্রাবণ মাস থেকে সাজো-সাজো রব। নতুন পালা নির্বাচন, শিল্পী চুক্তি। ভাদ্র মাস পড়লেই, নতুন পালার মহড়া। তারপর, বায়না পেয়েই নদীমাতৃক বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে যেত দল। সেসময় নৌকাই ছিল, যাত্রাশিল্পীর ঘরবাড়ি। পুরুষ মানুষ নারী সেজে অভিনয় করেছে। যদিও, পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের পরে মেয়েরাও এসে পড়েছে যাত্রাশিল্পে। থিয়েটারি বুনোট থেকে শত যোজন দূরে উদাত্ত আবেগের টানটি বাংলার জনজীবনের আঁতের কথা বলে বলেই দীর্ঘ এক যুগ, জনতার একমাত্র বিনোদনের মানদণ্ডটি হয়ে থেকে গেছে যাত্রাশিল্প।

ব্রিটিশ-শাসিত বাংলায় তো বটেই, ১৯৪৭-এর পর স্বাধীন ভূমেও হৈ হৈ করে ছিল এর অনিবার্যতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সীতার বনবাস থেকে শুরু করে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী

> প্রযুক্তির দাপট এবং আধুনিক দ্বন্দ্বময় অভ্যাসের চাকচিক্য সময়ের নিয়মে নিয়ন্ত্রণ শুরু করলে, যাত্রা শিল্পের চাহিদায় যেন কিছুটা হলেও ভাটা আসে। অর্থনৈতিক চাওয়াপাওয়া এবং সেই সঙ্গে মানুষের সামনে বিনোদনের নিখাদ সংজ্ঞা বদলে যাওয়ায়, আদি অকৃত্রিম যাত্রার অভিমুখটিও যেন একটু বদলে যায়। তবে, আঁতাতের টান কথা বলেই। কণ্ঠ অভিনয় ও গান যে শিল্পের মূলমন্ত্র, যেখানে জীবন্ত অভিনেতা যাবতীয় লাস্যে স্বপ্ন দেখায়

আন্দোলনে মুকুল দাসের আনুষ্ঠানিক যাত্রাদল গঠন নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক মাইলফলক। প্রায় আশির দশকের শেষ পর্যন্ত, এ ধারার কোনও পরিবর্তন হয়নি। বড়িশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার দত্তের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুকুন্দ দাস ১৯০৫ সালেই ''মাতৃপূজা'' নামে অভিনব এক যাত্রাপালা রচনা করেন। ক্রমে তাঁর দলের নাম হয়ে যায়, ''স্বদেশী যাত্রা পার্টি''। ভিত নড়ে যায় ব্রিটিশ সরকারের। শুরু হয় দমন পীড়ন। তাঁর পালাগুলিও নিষিদ্ধ হয়, খুব দ্রুত। জনমত গঠনে যাত্রাপালার এই সহজতম উপস্থিতি ব্রিটিশ সরকারকে ভয় ধরিয়েছিল। শীতভাঙা আলো আঁধারির জনমন ঐতিহাসিক পালা, সামাজিক পালা, পৌরাণিক পালার সর্বগ্রাসী আবেগকে কখনও অস্বীকার করেনি বলেই দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃতির ধারাপথে নিজের নিয়মে রাজ করেছে বাংলায় যাত্রাশিল্প।

কিন্তু অস্বীকারের কোনও জায়গা নেই, প্রযুক্তির দাপট এবং আধুনিক দ্বন্দ্বময় অভ্যাসের চাকচিক্য সময়ের নিয়মে নিয়ন্ত্রণ শুরু করলে, যাত্রাশিল্পের চাহিদায় যেন কিছুটা হলেও ভাটা আসে। অর্থনৈতিক চাওয়াপাওয়া এবং সেই সঙ্গে মানুষের সামনে বিনোদনের নিখাদ সংজ্ঞা বদলে যাওয়ায়, আদি অকৃত্রিম যাত্রার অভিমুখটিও যেন একটু বদলে যায়। তবে, আঁতের টান কথা বলেই। কণ্ঠ অভিনয় ও গান যে শিল্পের মূলমন্ত্র, যেখানে জীবন্ত অভিনেতা যাবতীয় লাস্যে স্বপ্ন দেখায় দর্শকের সামনে তিনদিক খোলা মঞ্চে, তাকে দূরে রাখতে পারা প্রযুক্তি-শাসিত সময়ের পক্ষেও অসাধ্য। আর তার প্রমাণ, অধুনা, সরকারি বদান্যতায় আয়োজিত যাত্রা উৎসব।

মানুষের একান্ত চাওয়া-পাওয়ার খতিয়ান, নতুন প্রযুক্তির মোড়কে অন্য স্বাদে এখানে উপস্থিত। যাত্রাশিল্প এখনও গ্রামবাংলার মাঠভাঙা ভিড়ের সম্পদ। তবু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার এই আলোবৃত্তটুকু শিল্প ও শিল্পীর বাড়তি মনোবল। কানায় কানায় ভর্তি দর্শক, তাঁদের উপস্থিতির উষ্ণতা সে-কথাই আরও জোর দিয়ে প্রমাণ করে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কলকাতা বইমেলায় পশ্চিমবঙ্গ প্যাভিলিয়নে বইপ্রেমীরা

রাজ্য

■ বইমেলার জাগোবাংলা স্টলে প্রতিদিনের মতো সোমবারও জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই নিয়ে পাঠকদের মধ্যে ছিল তুমুল আগ্রহ। — শুভেন্দু চৌধুরী

বাঘাযতীন-কাণ্ডে পুলিশের জালে হরিয়ানার লিফটিং সংস্থার মালিক

প্রতিবেদন : প্রোমোটারের পর এবার গ্রেফতার হরিয়ানার লিফটিং সংস্থার কর্ণধার! বাঘাযতীনে বাড়ি হেলে পড়ার ঘটনায় হরিয়ানায় গিয়ে সংস্থার কর্ণধার অভিষেক নাগরাকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের একটি দল। সোমবার সকালেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। গত ১৪ জানুয়ারি বাঘাযতীনের বিদ্যাসাগর কলোনিতে একটি বহুতল আবাসনের একতলা ধসে গিয়ে বাড়িটি একদিকে হেলে পড়ে। পুরসভার অনুমতি না নিয়ে এবং বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ ছাড়াই অভিযুক্ত প্রোমোটার সুভাষ রায় হরিয়ানার এক সংস্থাকে দিয়ে হেলে পড়া বাড়িটি বেআইনিভাবে লিফটিং করাতে গিয়েছিলেন। আর তাতেই বিপত্তি! মেয়র ফিরহাদ হাকিম তখনই

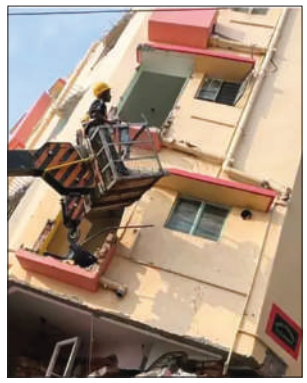

বলেছিলেন, যে-ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তার গাফিলতিতেই এই ঘটনা। পুরসভাকে না জানিয়ে নিজে থেকেই বাড়ি লিফটিংয়ের পাকামির জন্য দুষেছিলেন বাড়ির প্রোমোটারকেও। পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররাও সেই তত্ত্বকেই মান্যতা দেন। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই বকখালির একটি হোটেল থেকে অভিযুক্ত প্রোমোটারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। চুপিচুপি বাড়ি লিফটিংয়ের জন্য হরিয়ানার যে সংস্থাকে বরাত দিয়েছিলেন ওই প্রোমোটার, সোমবার হরিয়ানায় গিয়ে সেই সংস্থার কর্ণধারকেই ধরল কলকাতা পুলিশ। জানা গিয়েছে, ঘটনার দিনও প্রোমোটারের সঙ্গে এলাকায় ছিলেন ওই ব্যক্তি। পরে পরিস্থিতি বুঝে পালিয়ে যান। বাড়ি-বিপর্যয়ের ঘটনায় প্রোমোটার ও হরিয়ানার ওই নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কলকাতা পুরসভার তরফে নেতাজিনগর থানায় ৭টি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। যার মধ্যে তিনটি মামলা হয় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী এবং ৪টি মামলা করা হয় কেএমসি অ্যাক্ট অনুযায়ী।

■ গিল্ডকর্তাদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সোমবার বইমেলা প্রাঙ্গণে।

ওবিসি মামলা

প্রতিবেদন : আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি ওবিসি শংসাপত্র বাতিল সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের আবেদন শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। গত বছর ২২ মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দেয়। ২০১০ সালের পর থেকে নিয়মমাফিক ওই সব সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়নি। ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। পরে রায় চ্যালেঞ্জ করে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনও। সেই মামলার শুনানি শীর্ষ আদালতে চলছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। মামলার শুনানি হচ্ছে বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের বেঞ্চে। এরই মধ্যে সোমবার এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলা খারিজ করে দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

■ ১১তম কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল। উদ্বোধনে ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর দে, সুজাতা সেন-সহ অন্যরা। সোমবার বইমেলায়।

■ কলকাতার চিত্র সাংবাদিকদের বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' শুরু হয়েছে ধর্মতলার ডেকার্স লেন সংলগ্ন ফুটপাথে। সোমবার এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখলেন মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম। প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদর্শনী চলবে আজ মঙ্গলবার পর্যন্ত।

রেলের উচ্ছেদের নোটিশ, প্রতিবাদে বিধায়ক

সংবাদদাতা, ব্যান্ডেল : রেলের উচ্ছেদের নোটিশকে ঘিরে ফের উত্তপ্ত হুগলির ব্যান্ডেল। নোটিশ পেয়ে দিশেহারা বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। সোমবার খবর পেয়ে ব্যান্ডেল রেল ইয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় আসেন বিধায়ক। বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি রেল ও আরপিএফের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন। বলেন, রেলের অফিস নয়, ওটা বিজেপির দফতর হয়ে গিয়েছে। এরাজ্যে রেল বিহারী কর্মী নিয়োগ করছে। যাঁরা বাংলা বোঝেন না। কিন্তু বিহারে বাংলার কর্মীদের দেখা পাওয়া যায় না। তাঁর সংযোজন, আরপিএফ এলে তাড়া করবেন। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত পয়লা ফেব্রুয়ারি ব্যান্ডেলের আমবাগান এলাকায় রেল আবাসনে থাকা দখলদারদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উঠে যাওয়ার নোটিশ দেয় রেল। না উঠলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ওই নোটিশে উল্লেখ রয়েছে। সোমবার উচ্ছেদ রুখতে এলাকায় যান বিধায়ক। সঙ্গে ছিলেন বিধানসভা এলাকার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। সেখানে একটি পথসভা করার পর মিছিল করে রেলের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস) অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। বিক্ষোভ চলাকালীন বিধায়ক-সহ এক প্রতিনিধি দল অফিসে ঢোকেন। সেখানে সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না। স্মারকলিপি জমা দিয়ে আসেন তাঁরা।

■ রেলের উচ্ছেদের নোটিশের প্রতিবাদে পথসভায় চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। সঙ্গে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার ব্যান্ডেলে।

দত্তপুকুরে জমি থেকে উদ্ধার যুবকের মুণ্ডহীন রক্তাক্ত দেহ

প্রতিবেদন : চাষের জমি থেকে উদ্ধার হল যুবকের মুণ্ডহীন রক্তমাখা দেহ। সোমবার সকালের এই ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের ছোট জাগুলিয়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথম মৃতদেহ দেখতে পান। পরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহের মাথার খোঁজে তল্লাশিতে নেমেছে পুলিশ। দেহের পাশ থেকে বেশ কিছু খালি মদের বোতল মিলেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার সকালে চাষের জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তখনই ঝোপের মধ্যে একটি রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান তাঁরা। দেহ থেকে মুণ্ড কেটে আলাদা করা ছিল। স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, রাতে খুন

করা হয় যুবককে। খুনের আগে সেখানে মদ্যপানের আসর বসেছিল। ঘটনাস্থলে ঠিক কতজন ছিল তা দেখা হচ্ছে। তবে কারও একার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয় বলেই মনে করছে পুলিশ। মৃতদেহের মাথা উদ্ধারের জন্য চলছে তল্লাশি। পরিচয় গোপন রাখতেই কি এমন নৃশংসভাবে ধড় থেকে মাথা আলাদা করা হয়েছিল? উঠছে প্রশ্ন।

রাজ্য
4 February, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডায়মন্ড হারবারের ৭ নং ওয়ার্ডের শান্তি সঙ্ঘে খইয়ের সরস্বতী প্রতিমা

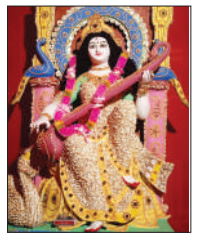

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজো নিয়ে অপপ্রচারের জবাব তৃণমূলের

প্রতিবেদন : কলকাতার যোগেশচন্দ্র কলেজের পর জেলার একাধিক কলেজেও সরস্বতী পুজো নিয়ে ধর্মীয় ভাবাবেগে উসকানি বিজেপির। বাংলায় রাজনৈতিক মাটি শক্ত করতে এবার কলেজ-পড়ুয়াদের পুজোর উদ্যোগ নিয়েও কুরুচিকর অপপ্রচার চালাচ্ছে গদ্দার অধিকারীরা। কিন্তু এসব করে যে বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ কোনওভাবে নষ্ট করা যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিল তৃণমূল। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, কিছু গল্পকথা ছড়ানো হচ্ছে। কোথাও পুজো নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। পুজো সুন্দরভাবেই হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে অ-হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের টার্গেট করে অত্যন্ত কুরুচিকর অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

প্রথমে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ অধ্যক্ষের মদতে যোগেশচন্দ্র কলেজে একদল পড়ুয়া পুজোয় অশান্তির অভিযোগ তোলে। পুজোর দিনও উসকানিমূলক স্লোগান দিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে পরিস্থিতিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে তাঁরা। এরপর নদিয়ার হরিণঘাটাতেও নির্দিষ্ট কিছু পড়ুয়া কলেজে সরস্বতী পুজোয় বাধার অভিযোগ তোলে। বিরোধী দলনেতাও সুযোগ বুঝে উসকানিমূলক মন্তব্য করে আগুনে ঘি ঢালেন। কিন্তু বিজেপির এই নোংরা ধর্মীয় রাজনীতি যে বাংলার মাটিতে টিকবে না, সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তা সাফ জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ থাকেন। তাঁদের টার্গেট করে বলা হচ্ছে, ও হিন্দু নয়, পুজো করতে দিচ্ছে না! আসলে এইসব ছোটখাটো গণ্ডগোল হয়েছে, তা কে পুজো করবে এবং কোথায় করবে সেটা নিয়ে। পুজোয় বাধা দেওয়া হচ্ছে, এরকম অভিযোগ কোথাও ওঠেনি। কুণালের আরও সংযোজন, পড়ুয়ারা হইহই করে পুজো করতে যায়। সেখানে মাঝেমধ্যে জায়গা নিয়ে সমস্যা হয়। এটাকে ধর্মীয় ইস্যু বানিয়ে কলুষিত করার অধিকার কোনও রাজনৈতিক দলের নেই। এসব করে বিজেপি বাংলার মাটিতে পা রাখতে পারবে না। নন্দীগ্রামের এক কলেজেও সরস্বতী পুজোয় বিজেপি ছাত্র পরিষদের দাদাগিরি নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র জানিয়েছেন, সরস্বতী পুজো নিশ্চিতভাবে হিন্দু ধর্মের। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে পুজোর আয়োজন-উৎসবে সব ধর্মের ছেলেমেয়েরাই থাকে। সেখানে ঢুকে নিশ্চয়ই বিজেপির লোক হিন্দু-হিন্দু করতে গিয়েছিল। তাই নিয়ে হয়ত বিবাদ হয়েছে।

■ বইমেলা অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কবি সুবোধ সরকার, গিল্ডকর্তা ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য প্রমুখ। সোমবার।

স্বামীর কিডনি বেচে সঙ্গীকে নিয়ে ফেরার

প্রতিবেদন : মেয়ের পড়াশোনার জন্য টাকা চাই। অভাবের সংসারে স্বামীকে ভুল বুঝিয়ে কিডনি বিক্রি করতে রাজি করিয়েছিলেন। দশ লক্ষ টাকায় কিডনি বিক্রির পর সেই টাকা নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পগার পার স্ত্রী সুপর্ণা বেজ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে হাওড়ার সাঁকরাইলের ধুলাগড় হাটতলায়। এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন স্বামী পিন্টু বেজ। কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলাও করেন তিনি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযুক্ত সুপর্ণা তদন্তকারী আধিকারিকদের জানিয়েছেন, তিনি স্বেচ্ছায় স্বামী ও মেয়েকে ছেড়ে এসেছেন। বর্তমানে প্রেমিকের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকছেন। তিনি লিখিতভাবে পুলিশকে জানিয়েছেন এ কথা। পুলিশের দেওয়া রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ হেবিয়াস কর্পাস মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে। স্বামীর অভিযোগ, মেয়েকে ভালো স্কুলে পড়ানোর জন্য কিডনি বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন তিনি। ওই টাকা মেয়ের পড়াশোনার জন্য খরচ হবে শুধুমাত্র, এমন আশ্বাস দেয় তাঁর স্ত্রী। অপারেশনের পরে তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলে কিডিনি বিক্রির ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে স্ত্রী চম্পট দিল প্রেমিকের সঙ্গে।

সরস্বতী প্রতিমা দেখতে ভিড় প্রবেশ বন্ধ করল পুলিশ

সংবাদদাতা, হাওড়া : সরস্বতী প্রতিমা দেখাকে কেন্দ্র করে সোমবার কার্যত বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হল উলুবেড়িয়া কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে যেতে দেখে একটা সময় পুলিশ প্রশাসন কালীবাড়িতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। পুজো মণ্ডপের পাশে থাকা ডিজে বন্ধ করে বাজেয়াপ্ত করে দেয়। গত কয়েক বছরের মতো এবারেও উলুবেড়িয়ার কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে ধুমধাম করে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয়। দুপুরের পর থেকেই এদিন হাজার হাজার টিন এজারদের গন্তব্যস্থল হয়ে ওঠে উলুবেড়িয়া কালীবাড়ি। আর টিন এজারদের এই ভিড় একসময় প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কালীবাড়িতে তিলধারণের জায়গা না থাকার পাশাপাশি কালীবাড়ি যাওয়ার রাস্তাও মানুষের ভিড়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। এদিকে পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনার আশঙ্কায় আসরে নামে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ।

কালীবাড়িতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে পুলিশ। লাঠি উঁচিয়ে অনেককে বের করে দেয়। কালীবাড়ির ভিতরে থাকা মানুষদের আস্তে আস্তে বাইরে বের করে আনা হয়। এদিকে কালীবাড়িতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে পুজো উদোক্তাদের সঙ্গে পুলিশের বচসা বাধে। বেশ কিছুক্ষণ ফাঁকা হয়ে থাকে কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ। অনেকক্ষণ পরে কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ ফের মানুষের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে।

চিঠি লিখে ক্ষমা চাইলেন মদন মিত্র

প্রতিবেদন : সংবাদমাধ্যমে তাঁর করা মন্তব্যের জন্য চিঠি লিখে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। সম্প্রতি তাঁর কিছু মন্তব্য সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে চিঠি লিখে তিনি বলেন, সম্প্রতি আমার ব্যক্তিগত ও অনিচ্ছাকৃত দু'একটি মন্তব্য সংবাদমাধ্যমে বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যার ফলে আমাদের দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মর্মাহত হয়েছেন। এর জন্য আমি লিখিতভাবে দুঃখপ্রকাশ করছি।

বাড়ল শয্যা

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ৩০ থেকে ৫০ করছে। এর জন্য ব্যয় হবে প্রায় ২৪ কোটি টাকা। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি লিখে ঘাটালের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারীকে একথা জানিয়েছেন। মানুষকে আরও উন্নত মানের পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ বলে চিঠিতে জানিয়েছেন। সরকারের এই সদর্থক ভূমিকার কথা সাংসদকে নিজের এলাকার মানুষের মধ্যে যথাযথ প্রচারেরও তিনি নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বিরোধীদের প্ররোচনায় সকাল-বিকেল বয়ান বদলের পর এবার পুনরায় তদন্তের দাবি জানাতে চলেছেন আরজি কর-কাণ্ডের নির্যাতিতার বাবা-মা। কলকাতা হাইকোর্টে নতুন করে তদন্ত ও ট্রায়ালের দাবি জানাতে চলেছেন তাঁদের আইনজীবী তড়িৎ ওঝা। যে নরপিশাচ ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করেছে, সেই সঞ্জয়ের সাজাকে লঘু করে দিতে চান বাবা-মা? প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ নির্যাতিতার বাবা-মায়ের উদ্দেশে জানিয়েছেন, কেন বিরোধী রাজনৈতিকদলগুলির কাল্পনিক অভিযোগে প্রভাবিত হচ্ছেন আপনারা? বিরোধীরা বিভ্রান্তি ছড়াতে যেগুলো বলছে, সেগুলোকে আপনারা নিজেদের মুখে বসিয়ে বিরোধীদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করছেন কেন? এখন আবার নতুন করে তদন্ত চাইছেন? মানেটা কী? আপনারা পুলিশ মানবেন না, সিবিআই মানবেন না, ট্রায়াল কোর্ট মানবেন না, সুপ্রিম কোর্ট মানবেন না! আপনারা কি মূল ধর্ষক-খুনি সঞ্জয় রাইকে মুক্ত করে দিতে চান?

কুরিটের তারাময়ী আশ্রমে আজ শুরু 'অকালবোধন'

প্রতিবেদন : বাসন্তী পঞ্চমীর পর শুক্লা ষষ্ঠীতে শুরু হচ্ছে কাত্যায়নী দেবী দুর্গার অকালবোধন। হাওড়ার আমতার কুরিটে তারাময়ী আশ্রমে চারদিনের দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সাজো-সাজো রব শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার আশ্রমের সুবিশাল বটবৃক্ষের তলায় মন্ত্রপূত ত্রিশূলের সামনেই দেবী কাত্যায়নীর বোধন হবে। চারদিন ভর এই পুজোকে কেন্দ্র করে জমজমাট মেলা বসেছে। সপ্তাহ-ভর নানা উৎসব চলবে হাওড়ার প্রত্যন্ত এই গ্রামে। অর্ধশতাব্দী বছর আগে শস্যহানির কবলে পড়েছিল গ্রাম। গ্রামবাসীকে দুর্দশার হাত থেকে বাঁচাতে শস্যদায়িনী অষ্টাদশভূজা দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা শুরু হয় কুরিট গ্রামে। আড়ম্বর না থাকলেও আন্তরিকতা মন ছুঁয়ে যায় এই উৎসবে।

আরও লগ্নি, আরও কর্মসংস্থান

(প্রথম পাতার পর)

সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে ২০টি দেশ। সম্মেলন থেকেই এআই হাব নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। সেমি কন্ডাক্টর, বস্ত্র-চর্ম শিল্প, পর্যটন, ভারী শিল্পে লগ্নি টানায় জোর দেওয়া হচ্ছে। জমি এবং বিদ্যুৎ বাংলায় যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় শিল্পপতিরাও বাংলাকে নিয়ে নতুন করে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। লগ্নি বাড়ছে। আগামী দু'দিনে বিশাল লগ্নি এবং আরও কর্মসংস্থানের দরজা খুলে দেবে এই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন।

দু'দিনের বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট নিউ টাউন রাজারহাটের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে। বৃহস্পতিবার প্রত্যেকটি বিষয় ধরে ধরে আলোচনা হবে একাধিক হলে। সেখানে যেমন কৃষি, প্রাণী-সম্পদ উন্নয়ন, তথ্য-প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কারিগরি শিক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, বিদ্যুৎ, বিনোদন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হবে। বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারের পাশাপাশি বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণেও থাকছে বাণিজ্য লক্ষ্মীর আবাহন যজ্ঞ। থাকবে বাংলার হস্তশিল্প, দার্জিলিং, বাঁকুড়ার টেরাকোটা, পুরুলিয়ার চরিদার রঙিন মুখোশ, ছৌনাচ, বাংলার নিজস্ব ঘরানার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নিঃসন্দেহে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বাংলার উন্নয়নের যাত্রাপথে মাইলস্টোন হতে চলেছে।

আয়কর ছাড় চোখে ধুলো

(প্রথম পাতার পর)

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। প্রথম বিষয়ই হল, আয়কর দেন দেশের মধ্যে মাত্র ৮ কোটি মানুষ। এই ৮ কোটি মানুষের মধ্যে আবার ৪ কোটি মানুষ ট্যাক্স ফাইল করলেও আয়কর দিতে হয় না। যাঁরা ছাড় পাচ্ছেন তাঁদেরকেও জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে জিএসটি দিতে হচ্ছে। এই ছাড় দেশের জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও গুনতিতেই আসে না। যেটা কমানো হয়েছে তার থেকে কয়েক গুণ বেশি টাকা তোলা হচ্ছে কিছু কিনতে গেলে, রেস্টুরেন্টে গেলে। এলআইসি বা জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমায় ১৮% জিএসটি। বারবার সরকারের কাছে জিএসটি কমানোর দাবি জানিয়েও লাভ হয়নি। কেন্দ্রের এই আয়কর ছাড়ের গল্প এক শ্রেণির মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। দেশের মানুষের মাজা অনেক আগেই জিএসটির মাধ্যমে ভেঙে দিয়েছে বিজেপি সরকার।

রাজ্যের ডিএ প্রসঙ্গ নিয়ে মাঝেমধ্যেই নানা কথা শোনা যায়। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সরকারি কর্মচারীদের অবসরের পর পেনশন দেওয়া হয়। দেশের অন্য কোনও রাজ্যে এ-ব্যবস্থা নেই। পেনশনের অর্থ যদি সরকারকে না দিতে হত, তাহলে সেই টাকায় ঋণ শোধ থেকে শুরু করে প্রতি মাসে আরও অনেক সামাজিক কাজ করা যেত। যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা মাথায় রাখবেন কেন্দ্র প্রত্যেকটি রাজ্য থেকে টাকা তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের মতো দেয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের সেই উপায় নেই। রাজ্যকে কেন্দ্রের উপর ভরসা করতে হয়। কিন্তু কেন্দ্র ভুলে যায় রাজ্য থেকে টাকা না গেলে কেন্দ্রের সরকার অচল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বক্সার বাহারি মাছ যাচ্ছে বিদেশে। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরা এই মাছ আমেরিকা, ইউরোপ-সহ আরও অনেক দেশের বিত্তবানদের অ্যাকোয়ারিয়ামের শোভা বর্ধন করছে

আমার বাংলা

4 February, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মঙ্গলবার

ন্যায্য দাবি আদায়ে সরব চা-শ্রমিকেরা

প্রতিবেদন: একের পর এক কেন্দ্রের বঞ্চনা। শ্রমিকদরে ন্যায্য দাবি আদায়ে লাগাতার আইএনটিটিইউসির আন্দোলন চলছে। পথ সভা, ঘেরাও, ধরনা, গেট মিটিংয়ের মাধ্যমে একের পর এক আন্দোলনের সংকল্প নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। সোমবার নকশালবাড়ি ব্লকের নবাব ডিভিশনে কেন্দ্রীয় সরকারের চা-শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন শ্রমিকেরা। দাবি উঠল পিএফের বকেয়া টাকা শ্রমিকদের প্রদান করা, পিএফ দফতর দালালরাজ বন্ধ করাও। কর্মসূচিতে ছিলেন আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি নির্জল দে, ইউনিট সম্পাদক অশোক প্রধান ও ইউনিট সভাপতি কসমৈত মুন্ডা, মঞ্জার আলম প্রমুখ। নির্জল দে বলেন, যতদিন না শ্রমিকদের দাবি আদায় হবে ততদিন

নির্জল দে-র নেতৃত্বে গেট মিটিংয়ে গর্জে উঠলেন চা-শ্রমিকেরা।

আন্দোলন চলবে। কেন্দ্র ভেবে না দেখলে আরও বড় আন্দোলন হবে। নিরীহ শ্রমিকদের দিনের পর দিন ঠকিয়েছে কেন্দ্র। এই বঞ্চনার জবাব কেন্দ্রকে দেবেন শ্রমিকেরাও। এর পাশাপাশিই কেন্দ্রের এবারের বাজেট নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন জেলা সভাপতি। তিনি বলেন, ২০২৫-এর কেন্দ্রীয় বাজেটেও ব্রাত্য থাকল উত্তরের চা-বাগান ও চা-শ্রমিকরা। সংকটে থাকা চা-শিল্পের জন্য কোনও প্যাকেজ ঘোষণা করলেন না অর্থমন্ত্রী। বন্ধ বাগান খোলা, চা-বাগানের পরিকাঠামো বা চা শ্রমিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও কোনও বরাদ্দ হয়নি। চা-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য গঠনমূলক পদক্ষেপ, স্বল্প সুদে কার্যকরী মূলধনের জোগান, চা-বাগানগুলির নানা উন্নয়নমূলক খাতে ভরতুকি এসব কিছুই দেখা গেল না বাজেটের আলোচনায়। নানা ধরনের সামাজিক প্রকল্পকে প্রত্যন্ত এলাকার চা-শ্রমিকদের মধ্যে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয় কি না, নজর ছিল সেদিকেও। দিনের শেষে সেসব কিছুই পূরণ হয়নি। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা-শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য ভাবছেন। কেন্দ্রের কোনও হেলদোল নেই।

কর্মিসভার প্রস্তুতি চলছে কোচবিহারে

সংবাদদাতা, কোচবিহার: ৮ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধানসভা ভিত্তিক কর্মী সভা। তা সফল করার লক্ষ্যে সোমবার রাতে বাবুরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোলটা মরিচবাড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুতি সভা করে। প্রধান বক্তা ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। বলেন, প্রতি বিধানসভায় একটি করে কর্মী সভা হয়েছে। এবারে উত্তর বিধানসভার কর্মী সভা ঘিরে কর্মীরা জোরকদমে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ২ যুবক

প্রতিবেদন: সরস্বতী পুজোর দিন ঘুরতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না দুই যুবকের, মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দু'জনের। ঘটনাটি ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত মাগুরমারী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম মল্লিকপাড়া এলাকার। এদিন জলঢাকার দিক থেকে বগড়িতোলার দিকে যাচ্ছিল দুটি বাইক, অপরদিক থেকে আসা বোলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে রাস্তায় ছিটকে পড়েন দুই বাইক আরোহী। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের ওসি। গুরুতর জখম অবস্থায় দুই যুবককে উদ্ধার করা হয়। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় দুই যুবকের।

হেরোইন-সহ ধৃত ২

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: হেরোইন-সহ দুই মহিলাকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি থানা এবং খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের নাম মোমিনা বেগম এবং শাবানা খাতুন। দু'জন সম্পর্কে বোন। ঝঙ্কারমোড় মোড় সংলগ্ন টিউমলপাড়ায় মাদক পাচারের গোপন খবর পেয়ে রবিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি থানা এবং খালপাড়া ফাঁড়ির সহায়তায় এসওজি অভিযান চালায়। শিশুকে কোলে নিয়ে দুই মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকে দেখে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তল্লাশি চালানোয় ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ৬০০ গ্রামের বেশি হেরোইন। পরে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

দুর্ঘটনায় আহত ৫

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: নকশালবাড়িতে গাড়ি দুর্ঘটনা। আহত ৫। সোমবার এশিয়ান ২-এ কিরণচন্দ্র চা-বাগান এলাকার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়িটি। আহত ৫ জন। শিলিগুড়ি থেকে নকশালবাড়ি যাওয়ার পথে গাড়িটি ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নকশালবাড়ি থানা ও ট্রাফিক গার্ডের অধিকারিকরা। গাড়িটিকে উদ্ধার করে আহতদের বাগডোগরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জঙ্গল-লাগোয়া কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

২৫ অতিরিক্ত বাস ও ২০০ গাড়ি চলবে

প্রতিবেদন: জঙ্গল-লাগোয়া পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় বনদফতরকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমত প্রতিবছরই মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জঙ্গল-লাগোয়া পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ব্যবস্থা নেয় বনদফতর। এবারও আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি-সহ দক্ষিণের বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া-সহ হাতি করিডর এবং জঙ্গল-লাগোয়া পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে কড়া নিরাপত্তার পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের পৌঁছে দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকছে। সেইমত নেওয়া হয়েছে একাধিক পরিকল্পনাও। জলপাইগুড়িতে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেজন্য বেসরকারি ও সরকারি মিলিয়ে ২৫টি অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা থাকছে। এর বাইরে যোগাযোগের সমস্যা রয়েছে এমন রুটে আরও প্রায় ২০০টি গাড়ি চালানো হবে। বুনো উপদ্রুত বনবস্তি ও লাগোয়া এলাকার জন্য ২৫টি গাড়ি থাকছে। ডুয়ার্সের মোরাঘাট, লাটাগুড়ি, ডায়না, রামশাই, চালসা রেঞ্জের অন্তর্গত বেশ কিছু এলাকাকে সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া, গরুমারা উত্তর ও দক্ষিণ রেঞ্জের আওতাধীন এলাকাগুলির পরীক্ষার্থীদেরও যাতায়াত নিয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। জেলার অন্যতম হাতি উপদ্রুত গ্রাম হিসেবে পরিচিত খেরকাটা, প্রয়াগপুর, হৃদয়পুর, আপার কলাবাড়ি, কলাবাড়ি, গোসাঁইয়েরহাট, ডুডুমারি, হৃদয়পুর, ডায়নাবস্তি, খুকলুং বস্তি, মোগলকাটা ও তোতাপাড়া চা বাগানের পরীক্ষার্থীদের বন দফতর এসকর্ট করে নিয়ে আসবে। পরীক্ষা শেষে আবার পৌঁছে দেবে। বনপথে যাতায়াত করতে হয় এমন ১৪টি পয়েন্ট থেকে পরীক্ষার্থীদের গাড়িতে ওঠানোর ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে রাজগঞ্জের মান্তাদারি এলাকায় পরীক্ষা দিতে যাবার পথে মাধ্যমিকের প্রথম দিন হাতির হানায় অর্জুন দাস নামে এক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এরপরই জঙ্গল-লাগোয়া পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

রাজ্যের উদ্যোগে প্রত্যন্ত এলাকায় হল পাকারাস্তা

সূচনা করলেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। সোমবার।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: এলাকার কয়েক হাজার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে পাকারাস্তার কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। ইটাহার থানার দুর্গাপুর অঞ্চলের রানাপুর থেকে থেকে গাজিহার-সহ একাধিক গ্রামে যাওয়ার প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তার কাজ শুরু হয়। রাজ্যের গ্রাম উন্নয়ন দফতরের প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে এই রাস্তা। বোষ্টমতলা গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে রবিবার কাজের সূচনা করেন ইটাহারের বিধায়ক বিধায়ক মোশারফ হোসেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের দুই কর্মাধ্যক্ষ কার্তিক দাস, সুন্দর কিসকু পঞ্চায়েত প্রধান সাথী দাস সরকার-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বিধায়ক জানান, রাস্তাটি হলে একাধিক গ্রামের কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ পথ-চলাচলে উপকৃত হবেন।

পুজোর দিনেই উধাও সরস্বতী প্রতিমা! তদন্তে পুলিশ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পুজোর দিনই মণ্ডপ থেকে উধাও সরস্বতী প্রতিমা! কী করে? কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার রাতে শিলিগুড়ির ঘটনা। মাঝাবাড়ি এলাকায় স্থানীয় মহিলা ও বাচ্চাদের প্রয়াসে এবছর সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো-শেষে রাতে ছিল অনুষ্ঠানের আয়োজন। ঠিক সেই সময় ঘটে বিপত্তি। অভিযোগ রাতে নাচ-গান চলাকালীন ওই এলাকারই কিছু যুবক মণ্ডপের পাশে বসে মদ্যপান করছিল। এলাকাবাসীরা বাধা দিলে বচসা বাধে। তারা মণ্ডপ ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। কিছুক্ষণ পর দেখা যায় মণ্ডপে

শিলিগুড়ির মাঝাবাড়িতে ফাঁকা মণ্ডপ।

প্রতিমা নেই! তখনই মদ্যপ যুবকদের মধ্যেই মূল পান্ডা অমর দাসের বাড়ি যায় স্থানীয়রা, সেখানে গিয়েই চোখ কপালে ওঠে স্থানীয়দের। তারা দেখতে পায় সরস্বতী প্রতিমা ভেঙে ফেলেছে সেই মদ্যপ যুবক, হাত পা ভাঙা পড়ে রয়েছে মাটিতে। সরস্বতী প্রতিমার মুখ বিকৃতি করে রেখেছে সেই মদ্যপ যুবক। সোমবার সকালে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির বিরাট পুলিশ বাহিনী ও ডাবগ্রাম ২ নম্বর অঞ্চলের প্রধান মিতালি মালাকার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্থানীয়রা। তদন্ত শুরু করেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

উদ্ধার হল অজগর

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: আইন ভঙ্গ করে অজগর নিয়ে চলছিল খেলা দেখানো। এক পশুপ্রেমী সংগঠনের মাধ্যমে বনদফতর খবর পেয়ে হানা দিতেই সাপ ফলে চম্পট দেয় ব্যক্তি। উদ্ধার করা হয় অজগরটিকে। সোমবার কালিয়াগঞ্জের ঘটনা। এই বার্মিজ পাইথন বা অজগর সাপ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ তালিকায় এক নম্বরে অন্তর্ভুক্ত। গৌতম তান্তিয়া জানান, মানুষ সচেতন হয়েছে বলেই সাপটিকে উদ্ধার করা গেল। উদ্ধার করা সাপটিকে বনদফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আমার বাংলা
4 February, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

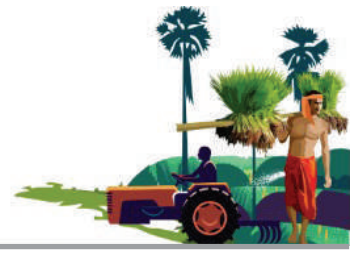

শিক্ষক-কবির উদ্যোগে বাংলা মন্ত্রে আরাধনা হল বাগদেবীর

■ বাংলায় সরস্বতী মন্ত্রের বই উদ্বোধনে পবিত্র সরকার, মারুত কাশ্যপ প্রমুখ। ডানদিকে, বাংলা মন্ত্র পড়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে খুদে পড়ুয়ারা।

সুনীতা সিং ● বর্ধমান

রবি ও সোম, দুই দিন ধরেই চলছে সরস্বতীপুজো। সোমবার সকালে গোটা রাজ্যে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে সবাই যখন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন, তখন ব্যতিক্রমী ঘটনাটি ঘটল বর্ধমানের মসাগ্রাম সারদা মিশন শিক্ষণ মন্দিরে। বাগদেবীর পুজো হল সংস্কৃতে নয়, বাংলা মন্ত্রে। শিক্ষাবিদ ড. পবিত্র সরকার উপস্থিত থেকে এই সাহসী পদক্ষেপকে প্রশংসা করে বললেন, সংস্কৃত মন্ত্রকে উচ্চারণ করলেও তার মানে অনেকেই বোঝে না। যেহেতু পুজো-অর্চনার সঙ্গে ভাবের গুরুত্ব, তাই শব্দার্থ বোঝাও দরকার। এতদিন যা হয়নি মসাগ্রামের সারদা মিশন শিক্ষণ মন্দির সেই কাজ করল মারুত কাশ্যপকে দিয়ে। যিনি এই স্কুলের বাংলার শিক্ষক এবং নামী কবি। সেই সূত্রেই পুষ্পাঞ্জলিতে শোনা গেল— 'হে শুভকাল, তোমাকে প্রণাম/ প্রতিদিন সরস্বতী তোমাকে প্রণামে/বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ জ্ঞানের আধারে/ এই চন্দন, বেলপাতা পুষ্পাঞ্জলি ভরে/ কালি ও কলম সাথে সরস্বতী তোমাকে প্রণাম।' ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবক, শিক্ষাকর্মীরা সমবেতভাবে উচ্চারণ করলেন 'জয় জয় দেবী চরাচর সারে'-র পরিবর্তে 'হে দেবী, তুমি কুন্দফুলের চাঁদের আলো/ বরফ-সাদা গলার হারে কি ঝলকালো? বসে আছো পদ্মফুলে/ সুন্দর বাহুমূলে/ রয়েছ বীণা ধরে, অঙ্গে শুভ্র শাড়ি/ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আরও দেবতারই/ প্রিয় দেবী। আমাকে রক্ষা করো/ জড়তা মুক্ত করো,/ ও দেবী সরস্বতী।/ কৃষ্ণের প্রিয়তমা, শুভ্র সরস্বতী/ জিহ্বায় বসত গড়ো।' বাংলায় অঞ্জলি দিতে পেরে খুশি পড়ুয়ারাও।

এদিন বাংলায় প্রথম সরস্বতী মন্ত্রের এই বইটিরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশও হয়। আগামী দিনে দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো থেকে বিয়ের মন্ত্রেরও বাংলায় প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে এদিন জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

নদিয়ায় ঠাকুর দেখে ফেরার পথে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত চার যুবক

সংবাদদাতা, নদিয়া : সরস্বতীপুজোর আনন্দ ফিকে হয়ে গেল নদিয়ার কাঁঠালিয়ায়। সারারাত ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চার কিশোরের। এই চারজনের গড় বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। সোমবার সকালে নদিয়া জেলার কাঁঠালিয়া এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম সুমন মণ্ডল, তন্ময় বিশ্বাস, দীপ মণ্ডল ও মণীশ বিশ্বাস। তাদের বাড়ি তেহট্ট থানার ছিটকা আস্তুল্যনগরে। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। মোটরবাইকটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে এলাকার চারজনের মৃত্যুতে গোটা এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

জানা গিয়েছে, একটি মোটরবাইকে চারজন সওয়ার হয়েছিল। রবিবার গভীর রাতে সরস্বতী ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরছিল তারা। করিমপুর থানার কানাইখালি এলাকায় মোটরবাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। একটি বন্ধ দোকানের শাটারে তীব্র গতিতে গিয়ে ধাক্কা মারে মোটরবাইকটি। গুরুতর আহত হয় চারজনই। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে নাজিরপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। বাকি দুজনকে প্রথমে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে ও পরে কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাতেও তাদের বাঁচানো যায় না। শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে অন্য দুজনের মৃত্যু হয়।

বাড়িতে বাগদেবীর আরাধনায় মন্ত্রী মানস

সংবাদদাতা, সবং : নিজের গ্রামের বাড়িতে বাগদেবীর আরাধনায় মাতলেন সেচমন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের নিজের গ্রামের বাড়িতে নিজে হাতে পুজো করেন মানস। সারা বছর প্রশাসন ও দলের কাজের ব্যস্ততা। এই সরস্বতীপুজোর দিনটি তাঁর নিজের। আজ নিজেই পুজোয় বসেন। দলের কর্মীরাও তাঁর বাড়িতে হাজির হন।

পুজোয় বাধা বোলপুরে স্কুলের গেটেই বাগদেবী

প্রতিবেদন : প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে ছুটিতে। অন্য শিক্ষকেরা সরস্বতীপুজো করার দায়িত্ব নেননি। তাতেই বেজায় ক্ষুব্ধ পড়ুয়া এবং অভিভাবকেরা। বোলপুর শহরের নিচুবাঁধগোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ফলে স্কুলের সদর দরজার বাইরেই মূর্তি এনে পুজো করলেন ওঁরা। পরে প্রধান শিক্ষক স্কুলে এলে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

হাসপাতালে বাগদেবীর আরাধনা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সরস্বতীপুজোর আয়োজন। বাগদেবীর আরাধনায় মেতেছে জঙ্গলমহল। সোমবার ধুমধাম করে পালিত হল ঝাড়গ্রাম গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ওই পুজোর উদ্বোধন করেন গোপীবল্লভপুর

বিধানসভার বিধায়ক এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। এবার পুজো তৃতীয় বছরে। ফিতে কেটে উদ্বোধন করে খগেন্দ্রনাথ জানান, এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য গরিমা আগামীর ডাক্তারদের হাতেই। সেই গরিমা বজায় রাখার জন্য তিনি পড়ুয়া চিকিৎসকদের কাছে আহ্বান জানান। নিজে ডাক্তার। বহুবছর জঙ্গলমহলের বিভিন্ন ব্লকের দায়িত্ব সামলেছেন। এখন বিধায়ক। তাই বিধায়ক-ডাক্তারকে ঘিরে চিকিৎসক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই সঙ্গে সোমবার ডাক্তারি পড়ুয়ারা সরস্বতীপুজোতেও মেতে ওঠেন সকলে। পুজো উপলক্ষে হাসপাতালে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

সইফুলের সরস্বতীপুজো হয়ে উঠল মিলনমেলা

সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী : সইফুলের আয়োজন করা সরস্বতীপুজোয় মাতলেন হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষার্থীরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজো নিয়ে নানা গোলমালের আবহে নিজের বাড়িতে সরস্বতীপুজোর আয়োজন করে নজির গড়লেন পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর সইফুল বিশ্বাস। রীতিমতো ঘটা করে আয়োজন করা হয়। হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম শিক্ষার্থীরাও অংশ নেয়। দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা পুরোহিত মশাইয়ের মন্ত্রোচ্চারণে গলা মিলিয়ে পুষ্পাঞ্জলিও দেয়। পুজোকে ঘিরে সইফুল বিশ্বাসের বাড়ি যেন সর্বধর্ম মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

সইফুল পূর্বস্থলী ২ ব্লকের ধারাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। বাড়িতেই রয়েছে 'উৎকর্ষ বাংলা' সেন্টার। হিন্দু, মুসলিম সব ধরনের শিক্ষার্থীর জামাকাপড় তৈরি, সেলাই ও হালফ্যাশনের নকশার নানান প্রশিক্ষণ নেন শিক্ষার্থীরা। সেন্টারে পুজোর জন্য হিন্দু শিক্ষার্থীরা আবেদন জানিয়েছিল। তা ফিরিয়ে দেননি সইফুল। বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে বাড়িতে সরস্বতীর পুজোর আয়োজন করেন। ওঁর স্ত্রী প্রতিমা সরকার বিশ্বাস ও

পুত্র রাহুলও শামিল হন। আরতি থেকে পুষ্পাঞ্জলি— সবই হয় নিষ্ঠা সহকারে। শিক্ষার্থী পূজা বিশ্বাস, কাকলি বিবি, অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা অংশ নিয়ে বেজায় খুশি। নেয়। কাকলি বিবি সেন্টারে সেলাই শিখতে আসেন। জানালেন, আগে বিশ্বকর্মাপুজো হয়েছে। তাতেও আমরা সামিল হয়েছিলাম। আমরা যেহেতু শিক্ষার্থী তাই বিদ্যাদেবীর কাছে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি। এদিন সব শিক্ষার্থী মিলে আনন্দে দিনটা কাটিয়েছি।

তরুণ সঙ্ঘের পুজো উদ্বোধন

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর-২ ব্লকের পপরআড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিবড়া তরুণ সেবক সঙ্ঘের সরস্বতীপুজোর উদ্বোধন হল সোমবার। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি তথা উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সনাতন বেরা। খড়্গপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তৃষিত মাইতি প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সরস্বতীপুজোয় পরিবেশ সচেতনতার পাঠ। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেনাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। সোমবার পুষ্পাঞ্জলির শেষে পড়ুয়াদের পরিবেশ রক্ষার পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে গাছের চারা

আমার বাংলা

4 February, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মঙ্গলবার

বিশ্বভারতীর ছাত্রাবাসে সরস্বতীপুজো নিন্দায় মুখর আশ্রমিক থেকে সাধারণ

সংবাদদাতা, বোলপুর : ফের বিতর্কের শিরোনামে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী বিশ্বভারতী মূর্তিপুজোয় বিশ্বাস করে না। তাই মূর্তিপুজো হয়ও না। সেই প্রথা ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিশ্রী ছাত্রাবাসের একটি ঘরে এবার সরস্বতী পুজোর আরাধনা হল। যার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই শুরু হল চরম বিতর্ক। নিন্দায় সরব প্রাক্তনী, পড়ুয়া, প্রবীণ আশ্রমিক থেকে স্থানীয়রা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা শুরু করেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের আর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি, পঠনপাঠন পদ্ধতিও। এখানে মূর্তিপুজো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে কেন পুজো হবে? সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রবীণ আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, 'বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের মধ্যে মূর্তিপুজো ও ব্যক্তিপুজো বিরোধী। এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও কোনও মূর্তি নেই। এমন কাজ যদি পড়ুয়ারা করে থাকে অবশ্যই নিন্দার। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নজরদারি প্রয়োজন।' প্রাক্তনী সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সরস্বতীপুজোকে ঘিরে পড়ুয়াদের এমন আচরণ অত্যন্ত নিন্দার। যা কখনই কাম্য নয়।' তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের রাহুল আচার্য বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মূর্তিপুজোর চল নেই। ওয়ার্ডেন, নিরাপত্তারক্ষী, থাকা সত্ত্বেও শান্তিশ্রী বয়েজ হস্টেলে কীভাবে সরস্বতীপুজো হতে পারে। কর্তৃপক্ষের অবশ্যই নজরদারির প্রয়োজন।' তবে এ নিয়ে উপাচার্য ও পিআরও-কে ফোন করলে ওঁরা জানান, এমন কোনও ঘটনা তাঁদের জানা নেই।

■ বিশ্বভারতীর ছাত্রাবাসে হচ্ছে সরস্বতী পুজো।

গৃহবধূকে ধর্ষণের পর খুনের চেষ্টা দ্রুত গ্রেফতার ১

সংবাদদাতা, জয়নগর : সরস্বতীপুজোর দিনেই সরস্বতীকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে। রবিবার সকালে বাগদেবীর আরাধনার প্রস্তুতির সময় গ্রামবাসীরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে এক মহিলার গোঙানির আর্তনাদ শুনতে পায়। জয়নগর থানার জাঙালিয়া গ্রামের ফাঁকা মাঠে গিয়ে গ্রামবাসী দেখেন, এক গৃহবধূ ঠিকভাবে কথা বলতে পারছেন না। জামাকাপড়ে কাদার দাগ। গলায় ওড়না জড়ানো। জয়নগর থানার পুলিশ গৃহবধূকে উদ্ধার করে প্রথমে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। গৃহবধূকে ধর্ষণের পর খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার সাবির শেখকে আজ বারুইপুর আদালতে তোলা হয়।

বেআইনি কল সেন্টার সোনারপুরে ধৃত তিন

সংবাদদাতা, সোনারপুর : সোনারপুর থানা এলাকার সার্দান বাইপাসের একটি অভিজাত আবাসানে বেআইনি কল সেন্টার। ১০ কোটি টাকার উপর প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার তিন যুবক। উদ্ধার ৫টি ল্যাপটপ, ৫টি মোবাইল, ২টি রাউটার, ৭টি হেডফোন সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা ও একাধিক ব্যাঙ্কের জাল লোগো। একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা সার্দান বাইপাসের এই অভিজাত আবাসনে তল্লাশি চালায়। আবাসনের ৫ নম্বর ব্লকের ১১ তলার ১১০৩ নম্বর ফ্ল্যাটে চলছিল এই বেআইনি কল সেন্টার। মুলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ হ্যাক, তথ্য পাচারের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার নামে তাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হত বলে অভিযোগ । সফটওয়ার হ্যাক করে তাদের কাছে ফোন কল করা হত ও ওটিপি পাঠানো হত । ঘটনার তদন্তে নেমে পুর্ব যাদবপুরের জয় হালদার (২৫) সহ নরেন্দ্রপুর থানার তন্ময় মণ্ডল (২৫) ও সোনারপুর থানা এলাকার বাসিন্দা শুভজিৎ বিশ্বাস (২৯) নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জয় এই চক্রের মুল পাণ্ডা বলে জানা গিয়েছে । তার অ্যাকাউন্ট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে লক্ষাধিক টাকা। এই ঘটনায় বারুইপুর সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

হাতিয়ে নেওয়া টাকা যাচ্ছে বিদেশে

সাইবার অপরাধীদের জালে ২ সপ্তাহে আসানসোলের ৩

প্রতিবেদন : চারিদিকে প্রতারণার জাল ছড়াচ্ছে সাইবার অপরাধীরা। তাদের লক্ষ্য এবার আসানসোলেও। মাত্র দু সপ্তাহেই তাদের 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর নামে প্রতারণার শিকার তিনজন। সাইবার অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের সাফল্য উল্লেখ্য। তদন্তে নেমে ব্যারাকপুর এবং কেরালায় অপরাধ চক্রের সন্ধান পেয়েছে সাইবার ক্রাইম পুলিশ। তারা জানতে পেরেছে, প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া টাকা পাঠানো হচ্ছে চীন, দুবাইয়ের মতো ভিনদেশে।

সাইবার প্রতারকদের নয়া টোপ 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'। আর ওদের শিকার মূলত একাকী থাকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। ফোন করে বা হোয়াটসঅ্যাপ কল করে ওরা নকল পুলিশ অফিসার সেজে ওঁদের মাদক ইত্যাদি নানা অভিযোগের নাম করে গ্রেফতারির ভয় দেখায়। গ্রেফতারি এড়াতে চাওয়া হয় মোটা টাকা। প্রবীণ মানুষেরা ভয়ে কাউকে না জানিয়েই ওদের ফাঁদে পা দেন। সম্প্রতি আসানসোলের চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় এক কোটি ৩ লক্ষ, পরেশরঞ্জন সাহু ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮১ টাকা, দুর্গাপুরের তরুণকুমার কেশ ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৯৮ টাকা খুইয়েছেন।

১৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আসানসোল সাইবার থানায় তিনটি ডিজিটাল অ্যারেস্টের অভিযোগ জমা পড়ে। আসানসোল দক্ষিণ থানার সমীরণ রায় রোডের চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় সাইবার থানার দ্বারস্থ হন। তিনি দূরদর্শনের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। তাঁর অভিযোগ, ১০ থেকে ১৬ জানুয়ারি তাঁকে ফোন করে সাইবার প্রতারকেরা ডিজিটাল অ্যারেস্টের হুঁশিয়ারি দেয়। তাঁর সঙ্গে দাউদ ইব্রাহিমের স্লিপারসেলের যোগসূত্র থাকার নথি নাকি রয়েছে সিবিআই এবং দিল্লি পুলিশের কাছে। এরপর সাত দিনে ধাপে ধাপে এক কোটির বেশি টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকেরা।

২৮ জানুয়ারি ডিজিটাল অ্যারেস্টের অভিযোগ নিয়ে নালিশ করেন বার্নপুরের পরেশরঞ্জন সাহু। তাঁকে ২০ দিন 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' দেখিয়ে ৯ লক্ষের বেশি টাকা হাতিয়ে নেয়। ৩১ জানুয়ারি তিনিও সাইবার থানায় অভিযোগ করেন।

চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যারাকপুর এবং কেরালার চক্রের যোগ পান তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলা থেকে মোট নয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের জেরা করে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, টাকা পাঠানো হচ্ছিল বিদেশে।

আসানসোল সাইবার থানা থেকে বারবার সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে এই ধরনের সাইবার প্রতারণার ফাঁদে পা না দিতে। এই ধরনের ফোন এলেই হুমকিতে ভয় না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় যেন তাঁরা অভিযোগ জানান। ইতিমধ্যে ফোনেও সতর্কতার বার্তা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

পাচার রুখতে সরস্বতী পুজোর দিনে ১৪ গণবিবাহ

ক্লাব প্রাঙ্গণে চলছে গণবিবাহ অনুষ্ঠান।

প্রতিবেদন : নারীপাচার রুখতে অভিনব আয়োজন খড়্গপুর শহরের তালবাগিচার ভলক্যানো ক্লাবের। তারা আয়োজন করল গণবিবাহের আসর। পাত্র ও পাত্রীরা হলেন অতি দরিদ্র পরিবারের। কারও বাবা নেই, কারও মা পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালান। এঁরা মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না অর্থের জন্য। নমো নমো করে বিয়ের আয়োজন করাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। অনেকেই নাবালিকা বিয়ে দেন। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অনেক যুবক বাইরে কাজের টোপ দিয়ে পাচার করে। এভাবে বিয়ের নামে পাচারের বহু তথ্যও মিলেছে।

সেই সব গরিব অসহায় বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়াল খড়্গপুর শহরের তালবাগিচার ভলক্যানো ক্লাব। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা প্রতিবছরই গণবিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ক্লাব সভাপতি দীপঙ্কর দাস ও সম্পাদক সুব্রত তাপালির কথায়, 'অনেক গরিব বাবা-মা টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। মেয়ে পাচারের যেসব ঘটনার কথা শোনা যায়, তার পিছনে অন্যতম কারণ এটাও।'

এখনও পর্যন্ত ভলক্যানো ক্লাব এভাবে ১০৪ জন তরুণীর বিয়ে দিয়েছে। ২০১৭-এ ১১ জনের বিয়ে দিয়ে পথ চলা শুরু। তারপর কোনও বছর ১৭ জোড়া, কোনও বছর ২১ জোড়া পাত্রপাত্রীর বিয়ে দিয়েছে তারা। এ বছরে গণবিবাহের আসরে বিয়ে হবে ১৪ জোড়া পাত্র-পাত্রীর। সোমবার সরস্বতীপুজোর দিনই বসল সেই বিয়ের আসর। খড়্গপুরের শহরের বিভিন্ন ক্লাব, ব্যবসায়ী, মানুষ, কাউন্সিলররা এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর আধার কার্ড এবং বয়সের প্রমাণপত্র দিতে হয়। স্থানীয় কাউন্সিলার বা পঞ্চায়েত সদস্যর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিয়েতে আপত্তি নেই বলে লিখিত অনুমতিপত্র দিতে হয়।

১০
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

4 February, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাতিকে উত্ত্যক্ত করায় গ্রেফতার

প্রতিবেদন: আর্থমুভার দিয়ে হাতিকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে চালককে গ্রেফতার করল পুলিশ। পাশাপাশি আর্থমুভারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মালবাজারের এই ঘটনায় ধৃতের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, শনিবার ডুয়ার্সের পূর্ব ডামডিমে আপালচাঁদ বনাঞ্চল থেকে বের হয়ে আসা একটি বুনো হাতিকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে স্থানীয় কিছু মানুষ। শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে হাতিটি একটি নজরমিনারে ধাক্কা মারে। তখন নজরমিনারটির উপরে ছিলেন পর্যটকরাও। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন উপস্থিত সকলে। পরে একটি আর্থমুভার নিয়ে এসে হাতিটিকে আক্রমণ করা হয়। হাতিটিও

এভাবেই আর্থমুভার দিয়ে উত্ত্যক্ত করা হয় হাতিটিকে।

উত্তেজিত হয়ে আর্থমুভারটিতে ধাক্কা দেয়। এই ভিডিও মুহূর্তের মধ্যেই ভআইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর্থমুভারের চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় থানাতে। তার প্রেক্ষিতেই পদক্ষেপ করল পুলিশ। জলপাইগুড়ির ডামডিমের এই ঘটনায় প্রতিবাদে নেমেছেন পশুপ্রেমীরা। বনদফতরের তরফেও নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা। ঠিক কী ঘটেছিল? গত শনিবার ডুয়ার্সের পূর্ব ডামডিমের ঘটনা। আপালচাঁদ বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে হাতিটি। একটি বুনো হাতি দিনভর পশ্চিম ডামডিম ও পূর্ব ডামডিমে সারাদিন অবস্থান করে। আর সেখানেই হাতিটিকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে স্থানীয় কিছু মানুষ। শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে হাতিটি একটি নজরমিনারে ধাক্কা মারে। তখন নজরমিনারটির উপরে ছিলেন পর্যটকরাও। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন উপস্থিত সকলে। পরে একটি জেসিবি নিয়ে হাতিটিকে আক্রমণ করা হয়। হাতিটিও উত্তেজিত হয়ে জেসিবিতে ধাক্কা দেয়। এতে জখমও হয় হাতিটি। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই নেওয়া হয় ব্যবস্থা।

খাঁচাবন্দি লেপার্ডকে নির্যাতন

প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন ধরে ওই চা-বাগানে চিতাবাঘের আতঙ্ক চলছিল। মাঝেমধ্যেই শোনা যাচ্ছিল গর্জন। অবেশেষে সোমবার সকালে মাল ব্লকের নেপুচাপুর চা-বাগানে বনদফতররের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল চা-বাগানের ত্রাস চিতাবাঘ। তবে চা-বাগানের ত্রাস চিতাবাঘটিকে বনদফতর খাঁচাবন্দি করার পর কয়েকজন বাঘটিকে উত্ত্যক্ত করে। খাঁচার ভিতর থেকে বাঘটির লেজ ধরে টানাটানি করে বলেও অভিযোগ ওঠে। বাগান কর্তৃপক্ষ বন দফতরের কাছে খাঁচা পেতে বন্দি করার আবেদন জানিয়েছিল। বন দফতর সম্প্রতি ছাগলের টোপ দিয়ে নেপুচাপুর চা-বাগানের ২৫ নম্বর সেকশনে একটি খাঁচা রাখে। সোমবার সকালে চা-বাগানের শ্রমিকরা খাঁচার ভিতর থেকে চিতাবাঘের গর্জন শুনে কাছে গিয়ে দেখে একটি চিতাবাঘ খাঁচায় বন্দি হয়ে আছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন কর্মীরা। পরে খাঁচায় বন্দি চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে গরুমারা প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে তার স্বাভাবিক পরিবেশে, অর্থাৎ জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। চিতাবাঘটি খাঁচায় বন্দি হওয়ায় চা-বাগানের শ্রমিকরা স্বস্তি পেয়েছেন। এবার আতঙ্কমুক্ত তাঁরা।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা শুরু

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কোচবিহারের বলরামপুরে ৩৬ তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হল সোমবার। রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক ও ৩৬ তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত

উদ্বোধনে বুলুচিক বড়াইক, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ।

প্রতিযোগিতা উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান তথা উওর বঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন রাজবংশী ডেভলপমেন্ট এন্ড কালচারাল বোর্ড-এর চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, প্রাক্তন বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মনরা। আগামী চার দিন ধরে চলবে এই ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। ৩৬টি ব্লকের প্রতিযোগীরা এই ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন। আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ভাওয়াইয়া গান উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রাণের গান। এই গান ঘিরে আছে ব্যাপক আবেগ ও ভালবাসা। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ এত বড় আকারে এভাবে রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব কোচবিহারের বলরামপুরের আয়োজনের জন্য। জানা গেছে বলরামপুর জুড়ে প্রবাদপ্রতিম ভাওয়াইয়া শিল্পীরা এই গানের চর্চা করতেন। আজও অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন ভাওয়াইয়া গানের টানে রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবে ভিড় করবেন। বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া শিল্পীরা মঞ্চে পরিবেশন করবেন ভাওয়াইয়া গান ও লোক সংস্কৃতি। এই উপলক্ষে এদিন র‍্যালী হয় বলরামপুর বাজারে।

বাগদেবীর বন্দনায় পৌরহিত্য তৃণমূলের ছাত্রনেত্রী সৃজিতার

প্রতিবেদন : আরও একবার প্রজ্জ্বলিত হল নারীশক্তি। নারী শক্তির বন্দনায় পৌরহিত্যে এক নারী। সৃজিতা ভট্টাচার্য। জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে অ্যালায়েড হেলথ সায়েন্সের প্রথমবর্ষের ছাত্রী। আবার তৃণমূল ছাত্রপরিষদের জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ অ্যালায়েড অ্যান্ড হেলথকেয়ার ইউনিটের সদস্যও। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে মাতৃশক্তির আরাধনা করলেন তিনি। পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র উচ্চারিত হল তাঁর কণ্ঠে। জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেছিলেন ইউনিয়নের সদস্যরাই। কোনও ব্রাহ্মণ নন, পূজারির আসনে বসলেন মেডিক্যাল কলেজেরই ছাত্রী সৃজিতা ভট্টাচার্য। এর আগে বহু মণ্ডপেই দেখা গিয়েছে মহিলা পুরোহিতকে। তারা দুর্গাপুজোও করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদেরও যে সমান অধিকার, তার উপযোগী ভাবনায় পৌরহিত্যে এসেছেন মহিলারা। এবার নারী শক্তিকে প্রজ্জ্বলিত করার সেই প্রয়াসকে অক্ষুন্ন রেখে কলেজ ক্যাম্পাসে পুরোহিতের আসন অলংকৃত করলেন ছাত্রী সৃজিতা।

তৃণমূলের অঞ্চল সম্মেলন

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সোমবার। এদিন ইটাহার থানার মারনাই তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠনের পক্ষ থেকে মারনাই বিদ্যালয় মাঠে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অঞ্চলের কর্মী-সমর্থকরা এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকার, সহ সভাপতি মজিবুর রহমান, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাস, পঞ্চায়েত প্রধান আঞ্জুরা বিবি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় 'না' ধনকড়ের

(প্রথম পাতার পর)

বৈঠকে সরব হন তৃণমূল সাংসদরা। জানানো হয় সোমবার প্রথম অধিবেশনের দিন ২৬৭ ধারায় নোটিশ জমা দিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হবে।

সেই মতো সোমবার রাজ্যসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ মহাকুম্ভ নিয়ে আলোচনার নোটিশ জমা দেন। তৃণমূলের পথ ধরে আলোচনা নোটিশ দেয় কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি-সহ বিরোধী শিবিরগুলি। সোমবার মোট ন'টি নোটিশ জমা পড়েছিল ২৬৭ ধারায়।

একইভাবে লোকসভাতেও আলোচনার দাবিতে সরব হন বিরোধী সাংসদরা। জিরো আওয়ারে কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের ঘটনা নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হয়। কেন্দ্র সরকারের সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু স্পষ্টভাবে নরেন্দ্র মোদির স্বৈরাচারী প্রতিনিধিত্ব করে জানিয়ে দেন বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি কী কী আলোচনা হবে, তা নিয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেবে।

বিরোধীদের নোটিশ জমার পরই ফের একবার মোদি সরকারের স্বৈরাচারী রূপ বেরিয়ে এল। লোকসভার মতো রাজ্যসভাতেও মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনা নিয়ে আলোচনার সব নোটিশ খারিজ করে দিলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়। প্রতিবাদে রাজ্যসভায় সরব হন বিরোধী সাংসদরা। ওয়াক আউট করেন তাঁরা। দ্বিতীয় মোদি সরকার জমানায় যেভাবে বিরোধী সাংসদদের সাসপেন্ড করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করেছিলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবারেও আলোচনার দাবি ফিরিয়ে দিয়ে একই পথে জগদীপ ধনকড়।

শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলা, সেজে উঠছে জল্পেশ

প্রতিবেদন: শিবরাত্রি উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে জল্পেশমেলা। প্রশাসনিক স্তরে যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। মন্দির রং করার কাজও চালু হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে জানিয়েছে, শিবরাত্রির মেলাকে কেন্দ্র করে সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার সর্ববৃহৎ এই মেলার আয়োজনের দায়িত্বে থাকে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। সরকারিভাবে মেলা চলবে দশদিন। মেলা পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে প্রশাসনিক স্তরে সবরকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে

চলছে মন্দির সাজানোর কাজ।

গিয়েছে। জেলা শাসকের অফিসে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা মেলার বিষয়ে প্রস্তুতি বৈঠক করেছেন। পানীয় জল, শৌচাগার তৈরি, প্যান্ডেল, পার্কিং ইত্যাদির জন্য ঠিকাদারি সংস্থাকে বরাত দেওয়াও হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'জল্পেশ মেলা এবার আরও বেশি জাঁকজমক করে আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করি সাধারণ মানুষের সমাগম আরও বাড়বে।' মেলার মাঠের পাশাপাশি উৎসবের আমেজে সেজে উঠছে জল্পেশ মন্দিরও। চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতির কাজ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আচমকাই অসুস্থ বিখ্যাত গায়ক সোনু নিগম। পুণের এক অনুষ্ঠানে গান গাইছিলেন তিনি। একের পর এক জনপ্রিয় গানগুলি শোনানোর মাঝে হঠাৎই শুরু হয় পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথায় ছটফট করেও পুরো শো শেষ করেন তিনি

দিল্লি দরবার

4 February 2025 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মঙ্গলবার

কুম্ভ দুর্ঘটনা নিয়ে বিজেপির কুৎসিত মিথ্যাচারের পর্দাফাঁস ডেরেক, কাকলির

সুদেষ্ণা ঘোষাল • দিল্লি

প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হয়ে অগণিত সাধারণ মানুষের মৃত্যুর প্রকৃত তথ্য বেমালুম চেপে দিচ্ছে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার। আর এই ইস্যুতে ন্যক্কারজনকভাবে যোগী সরকারকে সঙ্গত করছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। চরম অব্যবস্থায় বহু মানুষের প্রাণহানির পরেও যেভাবে মিথ্যাচার করেছে বিজেপি এবং উত্তরপ্রদেশ সরকার, তা অমানবিক ও লজ্জার। সোমবার সংসদের উভয় কক্ষে কুম্ভ ইস্যুতে বিজেপির লাগাতার মিথ্যাচার ও অসংবেদনশীল মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যসভায় দলের নেতা ডেরেক 'ও ব্রায়েন এবং লোকসভায় বর্ষীয়ান সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার কুম্ভ দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের পর্দাফাঁস করে দেন। এই প্রসঙ্গেই বিজেপির মিথ্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যসভায় ডেরেক বলেন, কুম্ভ নিয়ে প্রকৃত সত্য তুলে ধরুন, মৃতের সংখ্যা লুকোবেন না। আমাদের রাজ্যে মৃতদেহ পাঠানো হচ্ছে ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়াই। কেন বিজেপি আসল ঘটনা থেকে পালাতে চাইছে? এত বড় দুর্ঘটনার পরেও কেন রাজ্যসভায় আলোচনা করা হচ্ছে না? একইরকমভাবে কুম্ভের দুর্ঘটনা নিয়ে বিজেপির মিথ্যাচারের তীব্র সমালোচনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারও। যোগী সরকার মৃতদের পরিবারের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা করেছে, তাদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি প্রদর্শন করেনি, সাফ জানান কাকলি। কুম্ভের মতো বিরাট সমাবেশের আয়োজন করার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের কোনও পরিকাঠামোই নেই, তাদের যোগ্যতাও নেই, বলেন তৃণমূল সাংসদ।

উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, সোমবার রাজ্যসভায় ২৬৭ ধারার অধীনে নোটিশ প্রদান করে কুম্ভমেলার দুর্ঘটনা নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে আলোচনার দাবি জানানো হবে। সেই মতোই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ নোটিশ পেশ করেন। তৃণমূলের দেখানো পথে একে একে নোটিশ দেন কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি-সহ বিরোধী শিবিরের অন্যান্য শরিক দলের সাংসদরাও। সোমবার রাজ্যসভার অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধীদের পেশ করা ৯টি নোটিশ খারিজ হওয়ার পরেই প্রতিবাদে ফেটে পড়েন তৃণমূল সাংসদরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন বিরোধী শিবিরের অন্যান্য সাংসদ। 'কুম্ভ পে জবাব দো, মোদি সরকার জবাব দো' স্লোগান তুলে সভাকক্ষ থেকে ওয়াকআউট করে বিরোধী শিবির। এর পরেই সংসদ কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে তীব্র নিশানা করেন প্রবীণ সপা সাংসদ, অভিনেত্রী জয়া বচ্চন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি কুম্ভর দুর্ঘটনা নিয়ে আইওয়াশ করছে। আমজনতার প্রাণের কোনও নিরাপত্তাই নেই কুম্ভে, প্রমাণ হয়েছে। তারপরেও সবাই মিলে মিথ্যাচার করছে।

সংসদে মোদি সরকারকে তুলোধোনা তৃণমূলের

প্রতিবেদন : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পূর্ণ সম্মান জানিয়ে মোদি সরকারের তৈরি করে দেওয়া রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের তীব্র সমালোচনা করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাষ্ট্রপতির ভাষণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, অগ্নিগর্ভ মণিপুর সহ দশটি বিষয়ের কোনও উল্লেখ নেই, আগেই অভিযোগ জানিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গেই সোমবার রাজ্যসভা ও লোকসভায় মোদি সরকারকে কার্যত তুলোধোনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই বর্ষীয়ান সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন এবং কাকলি ঘোষদস্তিদার। মোদি সরকার যেভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বলছে তা আসলে পুরোপুরি জুমলা এবং মিথ্যাচার, পরিসংখ্যান তুলে ধরে রাজ্যসভায় দাবি জানান তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন। তাঁর প্রশ্ন, কেন ৩৩ শতাংশ মহিলাকে সংসদে পাঠাতে পারছেন না? তৃণমূল কংগ্রেসের ৩৯ শতাংশ সাংসদ মহিলা। বাংলার ক্যাবিনেটের ৩৪ শতাংশ মহিলাদের হাতে। আপনাদের সমস্যা কোথায়?

এরপরেই একের পর এক বিখ্যাত চলচ্চিত্রের উদাহরণ তুলে ধরে কেন্দ্রকে আক্রমণ করতে থাকেন রাজ্যসভার দলনেতা। অন্যদিকে লোকসভা কক্ষে দাঁড়িয়ে পরিসংখ্যান তুলে ধরে সরকারের মুখোশ খুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষদস্তিদার। তাঁর কথায়, বাংলার মানুষ বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন না বলেই তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বাংলার ১১ লক্ষের বেশি পরিবার খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন মোদি সরকারের প্রতিহিংসার কারণে। তিন বছর আগে তাদের বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, তারপরেও টাকা আটকে রাখা হয়েছে। এর পরেই সরাসরি রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমালোচনায় গিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণে দেশের অন্নদাতা কৃষকদের ঋণ মকুবের বিষয় নিয়ে কোনও উল্লেখ নেই। সরকারের ঘনিষ্ঠ কোটিপতি শিল্পপতিদের ঋণ মকুব করা হলেও কৃষকদের ঋণ মকুব করা হচ্ছে না। উল্টে তাদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে। বিজেপি মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করালেও ভোটে মহিলাদের প্রাধান্য দেয়নি। এর বিপরীতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বস্তরে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করেছেন।

বনসৃজন ও সংরক্ষণ প্রকল্পে বাংলার ঝোলায় ছিটেফোঁটা

প্রতিবেদন : জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার আওতায় আটটি মিশনের মধ্যে দুটি হল ন্যাশনাল মিশন ফর এ গ্রিন ইন্ডিয়া, সংক্ষেপে গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন এবং নগর বন যোজনা। দুটি মিশনের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের সামান্যই জুটেছে পশ্চিমবঙ্গের ঝুলিতে। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারীর এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানা গিয়েছে এই তথ্য। তৃণমূল সাংসদ জানতে চেয়েছিলেন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে কোনও আর্থিক সহায়তা দেয় কিনা। লিখিত জবাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং জানিয়েছেন, ন্যাশনাল মিশন ফর এ গ্রিন ইন্ডিয়া হল জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার আওতায় আটটি মিশনের মধ্যে একটি। এটির লক্ষ্য ভারতের বনাঞ্চল রক্ষা, পুনরুদ্ধার, বৃদ্ধি এবং বন ও অ-বন অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দেওয়া। গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন কার্যক্রম ২০১৫-'১৬ অর্থবছরে শুরু হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত, সতেরোটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বন সৃজনের জন্য ৯৬২ কোটি ৮৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। সব থেকে বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডকে— ১৬৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। আর এক বিজেপি শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশকে দেওয়া হয়েছে ১২৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, আরেকটি বন সৃজন ও সংরক্ষণ প্রকল্প হল নগর বন যোজনা। যা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে শহুরে অঞ্চলে বন, সবুজ স্থান তৈরি করার জন্য। শহরের মধ্যে বনভূমি বা তার সীমানা অবক্ষয় এবং দখল থেকে রক্ষা করার জন্য এই প্রকল্প। একটি শহুরে ল্যান্ডস্কেপে সামাজিক এবং পরিবেশগত সুবিধার জন্য জৈব-বৈচিত্র্যপূর্ণ বন উন্নয়নে স্থানীয় বাসিন্দাদের এবং বিভিন্ন সংস্থাকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে নগর বন যোজনা প্রকল্পের অধীনে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এই প্রকল্পে ৪৩২ কোটি ৬১ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে মাত্র ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। এই প্রকল্পেও মধ্যপ্রদেশের প্রাপ্তি সর্বোচ্চ, ৫৫ কোটি ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জবাবেই স্পষ্ট সবুজায়নের প্রকল্পেও কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলা।

বাংলাকে বঞ্চনার পর রেলমন্ত্রীর মিথ্যাচার

তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : সাধারণ বাজেটের মতো রেল বাজেটেও বাংলাকে বঞ্চনা করেছে মোদি সরকার। বাংলার জন্য নতুন কোনও রেল প্রকল্পর যেমন অনুমোদন দেওয়া হয়নি, তেমনি জোকা-বিবাদী বাগ-সহ বেশ কয়েকটি মেট্রো প্রকল্পের বরাদ্দ কমানো হয়েছে এবারের বাজেটে। তারপরেও মিথ্যাচার করতে গিয়ে পিছপা হচ্ছেন না মোদি সরকারের মন্ত্রীরা। সোমবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সেখানেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয় বাংলার রেল বঞ্চনা নিয়ে। সাফাই দিতে গিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জমিজটের গল্প ফাঁদেন রেলমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বাংলার রেল প্রকল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে জমি জট ছাড়ানোর জন্য তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতা চাইছেন। সারা দেশের জন্য ২০০টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন বরাদ্দ করা হলেও বাংলার জন্য কেন একটিও নতুন বন্দে ভারত ট্রেন ঘোষণা করা হয়নি, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও এদিন হোঁচট খেয়েছেন রেলমন্ত্রী। তাঁর আশ্বাস, আগামী দিনে বাংলা অবশ্যই নতুন বন্দে ভারত ট্রেন পাবে।

রেলমন্ত্রীর এদিনের অবস্থানকে তুলোধোনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সরাসরি রেলমন্ত্রীকেই নিশানা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার। কল্যাণ বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে রেলমন্ত্রী ছিলেন। ওঁর থেকে ভাল কেউ রেল বোঝেন না। ওঁর সামনে মিথ্যাচার করে লাভ নেই। বর্তমান রেলমন্ত্রী মাটির স্তরে রাজনীতি করেননি। রেল নিয়ে মিথ্যাচার করার আগে ওঁর উচিত রেলের সার্বিক উন্নয়ন কীভাবে করা সম্ভব সেই সম্পর্কে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর থেকে টিপস নেওয়া। একইরকমভাবে তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার বলেন, পুরোটাই ঘোষণা বিজেপির মিথ্যাচার। প্রতি পদে এরা বাংলাকে বঞ্চনা করছে, এটা নতুন নয়।

আর্থিক সাহায্য নিয়ে ধোঁয়াশা

দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিক কত, অভিষেকের প্রশ্নে জানাল কেন্দ্র

প্রতিবেদন : গত পাঁচ বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া দুর্ঘটনায় মোট ৫৩৭২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত প্রশ্নের জবাবে সোমবার কেন্দ্রীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী শোভা কারান্দলাজে লোকসভায় লিখিত উত্তরের মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছেন। তবে এই সময়ের মধ্যে কোন রাজ্যে কীভাবে দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যু হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য দিতে পারেনি মোদি সরকার।

একইরকমভাবে সরকারের তরফে জানানো হয়নি রাজ্যওয়াড়ি দুর্ঘটনার পরিসংখ্যানও। এই প্রসঙ্গেই মোদি সরকারের দাবি, ১৯২৩ সালের এপ্লয়িজ কমপেনসেশন আইন অনুসারে দুর্ঘটনায় মৃত বা আহত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট সব রাজ্য সরকারের তরফে এই আইন বলবত্ করা হয়েছে, দাবি কেন্দ্রীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রীর। দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের কত টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে যদিও নীরব মোদি সরকার।

৫০ বছর পর এই প্রথমবার কোনও কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী গ্র্যামি পুরস্কার জিতলেন বেস্ট কান্ট্রি অ্যালবাম বিভাগে। ৬৭তম গ্র্যামি জিতে নিল সঙ্গীতশিল্পী বিয়ন্স–এর নতুন অ্যালবাম কাউবয় কার্টার

বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর উসকানির অডিও নিয়ে দ্রুত ফরেনসিক রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট

মণিপুরের হিংসায় প্রত্যক্ষ মদতদাতা খোদ বীরেন সিং

প্রতিবেদন : বিজেপি রাজ্যে লাগামছাড়া গোষ্ঠী-সংঘর্ষ ও হিংসার মদতদাতা খোদ মুখ্যমন্ত্রী! এক অডিও কথোপকথনের সূত্রে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। নজিরবিহীন ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, মণিপুরের অশান্তির ঘটনাকে ধর্মীয় রঙ চড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে হিংসার উস্কানি দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। যে অডিও টেপের ভিত্তিতে এই অভিযোগ সেই টেপটি সরকারি ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে (সিএফএসএল) খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। একটি কুকি সংগঠনের দায়ের করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ। মামলার শুনানি সোমবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে হয়। সেখানেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মণিপুরের অশান্তির ঘটনায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি করে মামলা করেছে একটি কুকি সংগঠন। গত মঙ্গলবার দেশের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানানো হয়। কুকি সংগঠনের তরফে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ মৌখিক আবেদন জানান। কুকি সংগঠন হিউম্যান রাইটস ট্রাস্ট তাদের অভিযোগে বলে, বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের একটি বার্তালাপের রেকর্ড ফাঁস হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনিই মণিপুরের গোষ্ঠী সংঘর্ষ ছড়াতে প্রত্যক্ষ উসকানি দিচ্ছেন। খোদ রাজ্যের প্রধান প্রশাসকের এই ভূমিকা রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক। শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে মৌখিকভাবে এ-নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণে নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে আর্জি জানান সংগঠনের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয়। লিখিত আবেদন জমা দেওয়ার জন্য আইনজীবীকে বলেন প্রধান বিচারপতি। প্রশান্ত ভূষণ বলেন, যে অডিও অংশটি ট্রুথ ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল, সেই রিপোর্ট তিনি আবেদনের সঙ্গে পেশ করেছেন। প্রধান বিচারপতি তাঁকে বলেন, আগে একটি লিখিত আবেদন জমা দিন, তারপর দ্রুত শুনানির বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে। সেইমতো লিখিত আবেদন জমা দেওয়া হয়।

এদিন শুনানির শুরুতেই বিচারপতি সঞ্জয় কুমার বলেন, সুপ্রিম কোর্টে আসার পরেই মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলাম। আমি কি শুনানি থেকে সরে দাঁড়াব? প্রশান্ত ভূষণ তখন জানান, তাঁর বেঞ্চে শুনানিতে তাঁদের আপত্তি নেই। শুনানি শুরু হতেই কুকি সংগঠনের পক্ষ থেকে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ ফের দাবি করেন, বেসরকারি সংস্থা 'ট্রুথ ল্যাবস'-এর করা ফরেন্সিক পরীক্ষায় উল্লিখিত অডিও টেপের কণ্ঠের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের কণ্ঠস্বর শতকরা ৯৩ ভাগ মিলেছে। এর পরেই অডিও টেপটি সরকারি পরীক্ষাগার সিএফএসএল-র হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। ফরেন্সিক পরীক্ষা করে দ্রুত শীর্ষ আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এই ঘটনা বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের পদে থাকার যোগ্যতা ও নৈতিকতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল। এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া শাস্তি দিতে হবে বলে দাবি করেছে নির্যাতিত সম্প্রদায়গুলির তরফে একাধিক সংগঠন।

উল্লেখ্য, মণিপুরের অশান্তি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের সময় তাঁর কথাবার্তার অডিও রেকর্ডিং একজন হুইসেল ব্লোয়ার দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং তা ভাইরাল হয়ে যায়। মামলাকারীর দাবি, এই টেপগুলি রাজ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিগত সহিংসতার প্ররোচনার অভিযোগ প্রমাণ করছে। শীর্ষ আদালতে মামলার আবেদনকারী সংস্থাটি এই অডিও টেপ নিয়ে আদালতের তত্ত্বাবধানে এসআইটি তদন্ত চেয়েছে। তাদের দাবি, গত ৩ মে, ২০২৩ সাল থেকে মণিপুরে মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষে ইন্ধন জোগাতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ ফাঁস হয়ে গিয়েছে। মামলাকারীদের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন যে রেকর্ডিংগুলি ইতিমধ্যেই একটি প্রাইভেট ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি 'ট্রুথ ল্যাব' দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ৯৩ শতাংশ ভয়েস নমুনা মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের সঙ্গে হুবহু মিলেছে। তাঁর দাবি, টেপগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায় যে তিনি মেইতেই গোষ্ঠীগুলিকে রাষ্ট্রীয় অস্ত্রাগার লুঠ করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তিনি গ্রেফতারি থেকেও তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই মূল্যায়ন প্রত্যাখ্যান করলে প্রশান্ত ভূষণ পাল্টা বলেন, ট্রুথ ল্যাবস রিপোর্ট সিএফএসএল রিপোর্টের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। তাদের রিপোর্ট বারবার বিভিন্ন আদালত দ্বারা নির্ভর করা হয়েছে। এরপর প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আগামী এক মাসের মধ্যে সিএফএসএলকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দেয়। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ২৫ মার্চ।

ফের রেকর্ড পতন হল টাকার দামে

প্রতিবেদন : টাকার দামে পতন অব্যাহত। শনিবার বাজেট পেশের পর চলতি সপ্তাহের শুরুর দিনই একধাক্কায় টাকার নামল অনেকটা। এই প্রথম মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় মুদ্রা ৮৭ টাকা পার করল। দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যা এক বিপদ-সংকেত।

কানাডা, মেক্সিকো এবং চিনা পণ্যের উপর শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার জেরেই রেকর্ড দাম পড়ল ভারতীয় মুদ্রার। ৬৭ পয়সা কমেছে টাকার দাম। সোমবার ডলারের নিরিখে টাকার দর ৮৭.২৯-এ এসে দাঁড়ায়। এদিন এক্সচেঞ্জ শুরু হওয়ার সময়ে ডলারের নিরিখে টাকার দাম ছিল ৮৭.০০। কিন্তু বেলা বাড়তেই টাকার মূল্য আরও পড়ে ৮৭.২৯তে পৌঁছে যায়।

এর পাশাপাশি খারাপ অবস্থা শেয়ার বাজারেরও। সপ্তাহের শুরুতে বাজার খুলতেই ৭০ পয়েন্ট পড়ে যায় সেনসেক্স। নিফটি-৫০ পড়ে ৩০০ পয়েন্ট। ব্যাঙ্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি, শক্তি, ধাতুর মতো বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারের দর নিম্নমুখী। ফলে আবারও বোঝা যাচ্ছে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছেন লগ্নিকারীরা। তবে শেয়ার মার্কেটে রক্তক্ষরণের জন্য ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। কানাডা এবং মেক্সিকোর পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চিনের পণ্যে শুল্ক চেপেছে ১০ শতাংশ। মঙ্গলবার থেকেই তা লাগু হবে।

বিনা নিমন্ত্রণেই ভোজসভায় ঢুকে খেয়েদেয়ে হুজ্জুতি ইউনুস-সমর্থকদের

চট্টগ্রাম

প্রতিবেদন : লজ্জাশরমের সত্যিই মাথা খেয়েছে ইউনুসের সমর্থকরা। এরাই নাকি বিপ্লব করে পালাবদল করেছে দেশে। কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-সদস্যদের চরম অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী কাণ্ডকারখানায় হতবাক বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমও। মামলার ভয়ে ইউনুস-সমর্থকদের দৈনন্দিন অসভ্যতার নানা ঘটনা চেপে গেলেও সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রে অরাজকতার নমুনা চাপা থাকছে না। নানা পেশার মানুষের প্রশ্ন, এই নিম্নগামী পরিবর্তনই কি চেয়েছিলেন বাংলাদেশবাসী?

চট্টগ্রামে সর্বশেষ ইউনুস-সমর্থকদের অসভ্যতার যে কদর্য ছবি দেখা গেল তা নজিরবিহীন! বিনা নিমন্ত্রণে দলেদলে বিয়েবাড়িতে ঢুকে পড়েছে ছাত্রের ভেকধারী ইউনুস সরকারের সমর্থক দুষ্কৃতীরা। বিয়েবাড়ির ভোজসভায় গান্ডেপিন্ডে গিলে ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট চালায় তারা। মারধর করে বরের বাবাকে। শ্লীলতাহানি করে আমন্ত্রিত মহিলাদের। এখানেই শেষ নয়, পুলিশ ডেকে এনে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করায় পাত্রের বাবাকেও। তারপরে পুলিশের গাড়ির মাথায় চেপেই বীরদর্পে বিয়েবাড়ি ছাড়ে তাণ্ডবকারীরা। গোটা ঘটনায় চট্টগ্রাম সাক্ষী হয়ে থাকল ইউনুস-সমর্থকদের এমন ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের। ওই পরিবারের অপরাধ কী? জানা গিয়েছে, আওয়ামি লিগের নেতা হওয়ার কারণে এই পরিকল্পিত হেনস্থা। হাসিনার দলের নেতা তথা এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফখরুল আনোয়ারের ছেলের বিয়েতে এই অসভ্যতা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতারা। চট্টগ্রামের প্রাক্তন মেয়র মনগুর আলমের নাতনির সঙ্গে বিয়ে ছিল ফখরুলের একমাত্র ছেলে মিনহাজুলের। আমন্ত্রিত ছিলেন চট্টগ্রামের বর্তমান মেয়র বিএনপি নেতা শাহাদাত হোসেনও। নির্লজ্জ হামলাকারীদের বলতে শোনা যায়, আমরা বিপ্লব করেছি। ইচ্ছে হয়েছে বিয়েতে খেতে এসেছি। বেশ করেছি। যতজন খুশি আসব, খাব। সিকিউরিটি বাধা দেবে কেন?

গণতান্ত্রিক হাসিনা সরকারকে উৎখাতের পর বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অযোগ্য, অপদার্থ, নির্লজ্জ প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস এবং তাঁর সমর্থকেরা ঠিক কতটা নীচে নেমেছে, এই ঘটনাতেই আবার তা প্রমাণিত হল।

লড়াইয়ের ময়দানে ফিরছে হাসিনার দল

প্রতিবেদন : প্রাথমিক দ্বিধা-ভয় ঝেড়ে ফেলে রীতিমতো গেরিলা কায়দায় লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছেন শেখ হাসিনার অনুগামীরা। কোথাও আচমকাই হাজির হয়ে পথচলতি মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছেন গোছাগোছা লিফলেট— যাতে থাকছে মৌলবাদ আর অপদার্থ ইউনুসকে উচ্ছেদের ডাক। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার। আবার কখনও বা রাতের রাজপথ কেঁপে উঠছে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে। সবমিলিয়ে আওয়ামি লিগের মাসব্যাপী আন্দোলন মাত্র ৩ দিনেই আলোড়িত করেছে সারা বাংলাদেশকে। চট্টগ্রাম-রাজশাহি-পাবনার মতো জেলায় জেলায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্রোহ। ছাত্রলিগ, যুবলিগ দেওয়াল ভরিয়ে দিচ্ছে 'জয় বাংলা' লিখনে। রবিবার রাতেই রীতিমতো জঙ্গি মেজাজে চট্টগ্রামের রাস্তায় মিছিল বের করে আওয়ামি লিগের কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক। শেখ হাসিনাকে সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে এনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আওয়াজ ওঠে মিছিলে।

সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, আওয়ামি লিগের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে এবার দ্বিধাহীনভাবে গলা মেলাচ্ছেন বাংলাদেশের আমজনতা। তাঁরাও জয়বাংলা ধ্বনি তুলছেন। এমনকী সেনা-পুলিশ অন্যায়ভাবে কোনও লিগনেতা বা কর্মীকে গ্রেফতার করলে রুখে দাঁড়াচ্ছে প্রতিবাদী জনতা। ছিনিয়েও নিচ্ছে ধৃতকে। সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ এবং পাবনা সুজানগরে পুলিশভ্যান থেকে আওয়ামি লিগের কর্মীদের ছিনিয়ে নিয়েছে উত্তেজিত জনতা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিমশৈলটি ক্রমে যুক্তরাজ্যের প্রত্যন্ত এক দ্বীপাঞ্চলের কাছাকাছি এগোচ্ছে। দ্বীপের সঙ্গে এটির সংঘর্ষ ঘটলে ওই অঞ্চলে বিচরণকারী পেঙ্গুইন ও সিলের মতো প্রাণীগুলো ঝুঁকিতে পড়বে বলেই মনে করছে বিজ্ঞানীমহল

অন্তরীক্ষে গ্রহের আশ্চর্য সংযোগ

নতুন বছরে মহাজাগতিক বিস্ময়ের যেন শেষ নেই, আকাশ গায়ে সারি দিয়ে বসেছে গ্রহদের পশরা— একই সঙ্গে খালি চোখে দেখা মিলছে অনেকগুলো গ্রহের, তাও আবার সুসজ্জিত! আলোচনায় **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

গ্রহের বিরল সংযোগ

সূর্য আছে মাঝখানে, আলো ছড়ায় চারিদিকে। গ্রহগুলো ঘুরছে টানে, নাচছে সদাই আপন মনে। ওরা গতি মেপে আপন পথে চলে, নিয়ম মানে চক্র ধরে। ওই সৌরজগৎ নিয়ে পৃথিবীর মানুষের বিস্ময়ের শেষ নেই। খোলা আকাশের বুকে গ্রহ-তারাদের নানারকম খবর ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয়, তবুও খালি চোখে আকাশ দেখার মজাই আলাদা। মিলিয়ন-বিলিয়ন মাইল দূরে, অন্ধকার রাতের আকাশে গ্রহ কিংবা ঝিকিমিকি তারাদের থেকে ছুটে আসা ফোটন যখন সরাসরি আমাদের রেটিনা স্পর্শ করে, সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়! এবারে সেই অনুভূতির বাঁধ ভেঙেছে— সূর্য ডোবার প্রায় ৪৫ মিনিট পর খালি চোখেই সূর্যের একপাশে দেখা মিলেছে চার-চারটি গ্রহ, টেলিস্কোপের সাহায্যে আড়ালে থাকা আরও দুটি গ্রহকে দেখা গেছে। একসঙ্গে একই তটে ছ'টি গ্রহ— শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, ও নেপচুনের এক বিস্ময়কর নৈসর্গিক সংযোগ!

শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি খালি চোখেই দেখা গেছে, তবে ইউরেনাস ও নেপচুনের জন্য টেলিস্কোপের সাহায্য লেগেছে। এই বিরল মহাজাগতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে সাধারণ মানুষ একটুও পিছিয়ে থাকেননি, বহু জায়গায় আকাশ দেখার জন্য ক্যাম্পিং করা হয়েছে, এ-ব্যাপারে ছোট থেকে বড় সকলের উৎসাহের কমতি নেই! যেখানে আলোর দূষণ কম, আকাশ পরিষ্কার, সেখানেই এই ঘটনা ভালভাবে দেখা যায়। মহাকাশ বিজ্ঞানের পরিভাষায়, এই বিরল ঘটনাটিকে বলা হয় প্লানেটারি অ্যালাইনমেন্ট, সূর্যের একপাশে আকাশের একটি ছোট্ট পরিসরে একসঙ্গে সৌরজগতের অনেকগুলো গ্রহের বিরল সজ্জা! অনেকেই বলে থাকেন গ্রহগুলো নাকি এক সরলরেখায় অবস্থান করে, কিন্তু একথা সত্য নয়, তাদের একটি রেখা দিয়ে যোগ করা গেলেও তা সরলরেখা নয়। ত্রিমাত্রিক দশায় গ্রহদের পূর্ণ সংযোগ সম্ভব নয়, তবে আকাশের ৯০ ডিগ্রি পরিসরে এইপ্রকার একাধিক গ্রহের সজ্জা বিরল। বর্তমান সহস্রাব্দে এইরকম ঘটনা মাত্র সাতবার ঘটেছে।

সন্ধ্যার আকাশে এই দৃশ্য দেখার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসেবে ২১ জানুয়ারি সাধারণ তারিখ হিসেবে ধরা হয়েছিল, তবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে সময়ের তারতম্যে বিভিন্ন দিনে মানুষের চোখে ধরা দিয়েছে এই বিরল বিস্ময়। আকাশের ১৬৯ ডিগ্রি পরিসরে ১৮ জানুয়ারি আবুধাবিতে, ওই দিনই ১৭২ ডিগ্রি পরিসরে হংকং-এ, ২১ জানুয়ারি টোকিওতে ১৫৭ ডিগ্রি পরিসরে, ১৫২ ডিগ্রি পরিসরে ২২ জানুয়ারি নিউ ইয়র্কে, এবং ২৩ জানুয়ারি ১৫৫ ডিগ্রি পরিসরে এথেন্সেও এই ছবি ফুটে ওঠে। আমাদের ভারতবর্ষে ২৫ জানুয়ারি এই বিরল প্রদর্শনী প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানীদের আশানুরূপ, ২৬, ২৭, এমনকী ৩১ জানুয়ারিও এই দৃশ্য দেখা যায় আকাশপটে।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

সৌরজগতের সকল গ্রহ সূর্যের চারিদিকে নির্দিষ্ট বেগ ও দূরত্বে নির্দিষ্ট একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সবসময় ঘুরছে। এই নিরন্তর গতিশীলতার মধ্যে কখনও কখনও এমন একটি ক্ষণ আসে, যখন পৃথিবী থেকে তাদের অবস্থানগুলো দেখে মনে হয় গ্রহগুলো যেন একটি রেখায় যুক্ত। এই ঘটনা সচরাচর ঘটে না, কেননা প্রতিটি গ্রহের গতিবেগ এবং কক্ষপথের দৈর্ঘ্য আলাদা আলাদা। একসঙ্গে ছ'টি গ্রহের এইরূপ সংযোগ সত্যিই বিরল! এটি গ্রহদের কক্ষপথীয় কারিগরি, জ্যোতির্বিদ্যায় প্লানেটারি অ্যালাইনমেন্ট। দেখতে গ্রহগুলোকে কাছাকাছি মনে হলেও তারা একে অপরের থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত। আকাশের বুকে এই জাতীয় আকস্মিক গ্রহীয় সংযোগ শুধুমাত্র একটি মনকাড়া দৃশ্যের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। যখন ৩টে গ্রহের সংযোগ দেখা যায় তখন মিনি, ৪টের সংযোগকে স্মল, ৫-৬টার সংযোগকে লার্জ, এবং একত্রে সৌরজগতের সব ক'টি গ্রহের সংযোগকে গ্রেট বা ফুল প্লানেটারি অ্যালাইনমেন্ট বলা হয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি, বুধ গ্রহ আকাশের কোণে এই সংযোগে অংশগ্রহণ করবে, এবং একসঙ্গে সন্ধ্যায় সাতটি গ্রহের সুবিন্যাস আমরা দেখতে পাব। বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি, ও মঙ্গল গ্রহকে খালি চোখে

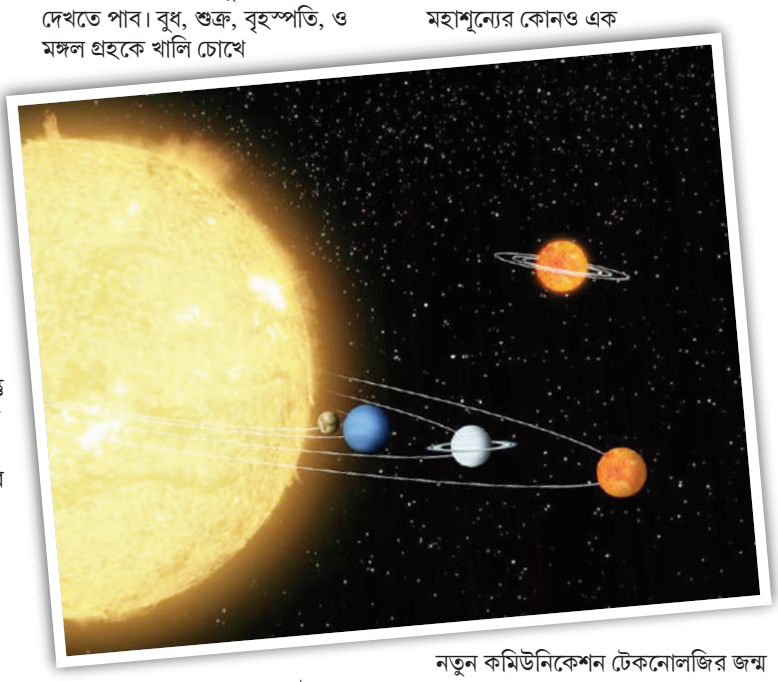

দেখা যাবে। একজোড়া বাইনোকুলার কিংবা টেলিস্কোপের সাহায্যে ইউরেনাস ও নেপচুনকে, তবে শনিকে পর্যবেক্ষণ করা একটু কষ্টকর হলেও হতে পারে। এই গ্রেট প্লানেটারি অ্যালাইনমেন্ট ফেব্রুয়ারির ২২শে টোকিওতে, ২৫শে মেক্সিকো ও নিউইয়র্কে, ২৭শে হংকং-এ, আবার মার্চের দু'তারিখ বার্লিন ও লন্ডনে, ৩ তারিখ সিডনিতে, ৪ তারিখ সাও পাওলোতে, এবং ৮ তারিখ আমাদের দেশেও দেখা যাবে। এছাড়াও আগামী ১৫ এপ্রিল সকালের আকাশে বুধ, শুক্র, শনি ও নেপচুনের স্মল অ্যালাইনমেন্ট এবং ১১ অগাস্ট বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের একটি লার্জ মর্নিং অ্যালাইনমেন্ট আমাদের চোখে দৃশ্যমান হবে বলেই বিজ্ঞানীদের অনুমান।

অপবিজ্ঞান নয় বিজ্ঞান

নিসর্গবিদরা গবেষণা করে দেখেছেন, আগামী ২০৪০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ খালি চোখে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি গ্রহের সংযোগ দেখা যাবে। আবার ২০৮০ সালের ১৫ মার্চ নাকি নেপচুন বাদে বাকি ছ'টি গ্রহের সজ্জা সকালের আকাশে ফুটে উঠবে। সেদিন নাকি ১৯ মে, ২১৬১ সাল, যেদিন পৃথিবী-সহ সৌরজগতের সব ক'টি গ্রহই সূর্যের একপাশে একটি নির্দিষ্ট অ্যালাইনমেন্টে অবস্থান করবে। এ সবকিছুই বিজ্ঞান— কোনও কিছুই কাকতালীয় নয়! তবে সমাজমাধ্যমে অনেকক্ষেত্রেই এই প্রকার প্লানেটারি অ্যালাইনমেন্টকে প্লানেটারি প্যারেড আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রটানো হচ্ছে নানা গুজব। অপবিজ্ঞানের কারসাজিতে তৈরি করা হচ্ছে নানারকম ভয়। রটছে ভিত্তিহীন বিপদের সম্ভাবনা-তত্ত্ব।

এই প্রকার বিরল সংযোগ বিজ্ঞানীদের জন্য একটি দারুণ সুযোগ। এআই এবং মেশিন লার্নিং-এর মতো প্রযুক্তির সাহায্যে সৌরজগৎ, আন্তঃগ্রহীয় ক্রিয়া, সংকেত, জোয়ার-ভাটার টান প্রভৃতি সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও মূল্যবান তথ্য পেতে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মরিয়া। ভবিষ্যতে এইসব প্রাপ্তি হয়তো মহাশূন্যের কোনও এক নতুন কমিউনিকেশন টেকনোলজির জন্ম দেবে, কে বলতে পারে! তবে স্যোশাল মিডিয়ায়, এই বিরল সংযোগের জন্য পৃথিবীতে ঝড়, ভূমিকম্প কিংবা সুনামির মতো দুর্যোগ দেখা দিতে পারার যে অপপ্রচার চলছে, তার কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। নেচার পত্রিকায় প্ল্যানেটরি অ্যালাইনমেন্ট, সোলার অ্যাক্টিভিটি, টাইডাল পুল, ক্লাইমেটিক চেঞ্জের উপর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলেও তার প্রমাণসাপেক্ষ সম্ভাবনা এখনও মেলেনি। তাই কোনওরকম দুশ্চিন্তা ছাড়া, এই বিরল সৌন্দর্য উপভোগ করাই কাম্য।

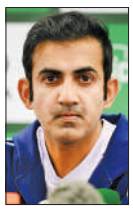

কনকাশন সাব নিয়ে গৌতম গম্ভীরের সরস মন্তব্য, শিবম দুবে খেললে চার ওভারই বল করত

আমরা এখনও অস্ট্রেলিয়ার সেরা দল হতে পারিনি : লিয়ন

কলম্বো, ৩ জানুয়ারি : ভারতকে ঘরের মাঠে হারানোর পর গলে প্রথম টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে ২৪২ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এতে লাল বলের ক্রিকেটে তাদের দাপট আরও স্পষ্ট। বুধবার থেকে কলম্বোয় দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে প্রশ্ন উঠছে, এটাই কি ডনের দেশের সর্বকালের সেরা টেস্ট দল? বর্ষীয়ান স্পিনার নাথান লিয়ন অবশ্য এখনই

আইসিসি রিভিউতে খোলামেলা বর্ষীয়ান স্পিনার

তা বলতে চান না। তিনি মনে করেন, আরও অনেকটা যেতে হবে।

লিয়ন বলছেন, আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছুঁতে হবে। তারপরই বোঝা যাবে এই দল সর্বকালের সেরা কিনা। ৩৭ বছরের স্পিনার আইসিসিকে বলেছেন, আমরা একটা অসাধারণ অস্ট্রেলিয়া দল হতে চাই। সেই রাস্তায় আছি। কিন্তু যাত্রা শেষ হয়নি। শুধু এটা বলতে পারি যে, ওটাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের এই যাত্রা শেষ হবে একমাত্র ওখানে পৌঁছলেই। আমাদের আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে হবে। আর সেটা লম্বা সময় ধরে।

লিয়ন জানান, ভারতকে হারানো ও অ্যাসেজ জয় অবশ্যই তাঁদের লক্ষ্যের অন্যতম। কিন্তু এখনও তাঁরা ভারতে সিরিজ জিততে পারেননি। সুতরাং কিছু জিনিস পড়ে থাকছেই। তবে লিয়ন জানিয়ে দেন, এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত। দলের নয়। কিন্তু তাঁদের দলে কয়েকজন গ্রেট ক্রিকেটার রয়েছেন। গলে স্মিথ দশ হাজার মাইলফলকে নাম লেখালেন। মিচেল স্টার্কের মতো ক্রিকেটার আছেন। সুতরাং এটা দারুণ একটা দল। সেই দলের অংশ হতে পেরে লিয়ন গর্বিত।

লিয়ন বাকি দুই স্পিনার টড মারফি ও ম্যাথু কুনেমানের প্রশংসা করে বলেছেন, আমি ওদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছি। ওদের থেকে শিখছিও। আমরা তিনজন তিন ধরনের বোলার। আলাদা মাইন্ডসেট নিয়ে মাঠে নামছি। ওদের জন্যই আমি আরও ভাল বল করার তাগিদ খুঁজে পাচ্ছি। গল টেস্টে শ্রীলঙ্কার ২০টি উইকেটের মধ্য ১৭টি নিয়েছেন এই তিন স্পিনার। তবে উপমহাদেশ ছাড়া তিন স্পিনারের অস্ট্রেলিয়া দলে সুযোগ হয় না।

ম্যান সিটি ছেড়ে ভিলায় র‍্যাশফোর্ড

শৈশবের ক্লাব থেকে নতুন ঠিকানায়

লন্ডন, ৩ ফেব্রুয়ারি : কুড়ি বছরের সম্পর্কের ইতি! শেষ পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে লোনে অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দিলেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। ২৭ বছর বয়সি তারকা ফুটবলার মাত্র সাত বছর বয়সে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পা রেখেছিলেন। ২০১৫ সাল থেকে সিনিয়র দলের জার্সি গায়ে চাপিয়ে ৪২৬টি ম্যাচ খেলেছেন র‍্যাশফোর্ড। গোল করেছেন ১৩৮টি।

কোচ রবেন আমোরিমকে সন্তুষ্ট করতে না পারার জন্যই ম্যান ইউ ছাড়তে বাধ্য হলেন র‍্যাশফোর্ড। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর ইউরোপা লিগে ভিক্টোরিয়া প্লাজেনের বিরুদ্ধে শেষবার ম্যান ইউয়ের জার্সিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তার পর থেকেই তিনি দলের বাইরে। এই পরিস্থিতিতে র‍্যাশফোর্ডের ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ছাড়া ছিল শুধুই সময়ের অপেক্ষা। তাঁকে পেতে আগ্রহ দেখিয়েছিল বার্সেলোনা, অ্যাস্টন ভিলা-সহ আরও কয়েকটি ক্লাব। শেষ পর্যন্ত অ্যাস্টন ভিলাতেই যোগ দিলেন তিনি।

লোন চুক্তিতে সই করার পর, র‍্যাশফোর্ড সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, ‘‘ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও অ্যাস্টন ভিলাকে ধন্যবাদ। আমার সৌভাগ্য যে, বেশ কিছু ক্লাব আমাকে পেতে আগ্রহী ছিল। তবে এই মরশুমে অ্যাস্টন ভিলা যে ফুটবল খেলছে, তা আমার ভাল লেগেছে। কোচের ফুটবল দর্শনও পছন্দ হয়েছে। অ্যাস্টন ভিলার জার্সিতে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। বাকি মরশুমের জন্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।’’ আপাতত এই মরশুমের শেষ পর্যন্ত চুক্তি। তবে অ্যাস্টন ভিলা চাইলে স্থায়ী চুক্তিও করতে পারে। নইলে ফের ম্যান ইউয়ে ফিরবেন র‍্যাশফোর্ড।

সার্কিটে এই মুহূর্তে সিনারই সেরা, দাবি আলকারেজের

রটারডাম, ৩ ফেব্রুয়ারি : টেনিসের নতুন প্রজন্মের দুই তারকা তাঁরা। জানিক সিনার ও কার্লোস আলকারেজ। ২৩ বছর বয়সি সিনার এই মুহূর্তে সিঙ্গলস র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে। অন্যদিকে, ২১ বছরের আলকারেজ রয়েছেন তিনে। তবে সিনার যেখানে এখনও পর্যন্ত তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন, সেখানে আলকারেজ জিতেছেন চারটি। এমনকী, সিনারের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারেও ৬-৪ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন আলকারেজ।

যদিও স্প্যানিশ তারকা অকপটে স্বীকার করছেন, এই মুহূর্ত ফর্মের বিচারে সিনার তাঁকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। গত মাসেই টানা দ্বিতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সিনার। গত এক বছরে পেশাদার সার্কিটে ৭৯টি ম্যাচ খেলে জিতেছেন ৭৩টি! আলকারেজ বলছেন, ‘‘ফর্মের তুঙ্গে রয়েছে সিনার। কোনও সন্দেহ নেই, এই মুহূর্তে ও-ই বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়। গত এক বছরে মাত্র ৪-৫টা ম্যাচ হেরেছে! এটা অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স। আমি জানি, মানুষ ওর আর আমার মধ্যে কে সেরা, সেটা নিয়ে আলোচনা করে। বলে সিনার আমার থেকে এগিয়ে।’’

সিনারকেই এগিয়ে রাখলেন আলকারেজ। — ফাইল চিত্র

সিনারের প্রশংসা করে আলকারেজ আরও বলেছেন, ‘‘একজন টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে সিনারের বিরুদ্ধে সেরাটাই দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু এই মুহূর্ত ও সব ক'টা টুর্নামেন্ট জিতছে। যেভাবে প্রতিটি ম্যাচে মনঃসংযোগ ধরে রাখে, তার প্রশংসা করতেই হবে। না হলে, একের পর এক টুর্নামেন্টের ফাইনাল উঠত না। ট্রফিও জিতত না।’’ স্প্যানিশ তারকার সংযোজন, ‘‘তবে আমিও চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি। খেলোয়াড় হিসাবে আরও উন্নতি করার জন্য রোজ পরিশ্রম করছি। জানি সিনারকে টেক্কা দেওয়ার জন্য কোর্টে নেমে একশো শতাংশ নয়, দুশো শতাংশ উজাড় করে দিতে হবে।’’

আঙুলে চিড় সঞ্জুর, বাইরে ছয় সপ্তাহ

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : আঙুলের চোটে পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন সঞ্জু স্যামসন। রবিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি-২০ ম্যাচে জোফ্রা আর্চারের বলে ডান হাতের আঙুলে চোট পেয়েছিলেন তিনি। স্ক্যান রিপোর্টে সঞ্জুর আঙুলের হাড়ে চিড় ধরেছে বলে ধরা পড়েছে। ফিট হয়ে ফিরতে এক মাসেরও বেশি সময় লাগবে। সোমবার বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, সঞ্জুর চোটমুক্ত হতে অন্তত ৫-৬ সপ্তাহ সময় লাগবে। ফলে কেরলের হয়ে রঞ্জির ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রসঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে কেরলের ওই ম্যাচ শুরু হবে ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে।

সৌদির প্রস্তাবে ‘না’ ভিনি-রডরিগোর

মাদ্রিদ, ৩ ফেব্রুয়ারি : অর্থ ও গৌরবের মধ্যে শেষ পর্যন্ত গৌরবকেই বেছে নিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। তাঁর সঙ্গে আরেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা রডরিগোও। দুই ব্রাজিলীয় তারকাই সৌদি ক্লাবের লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনটাই দাবি, স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের।

ভিনিসিয়াসের পিছনে দীর্ঘদিন ধরেই লেগেছিল আল আহলি-সহ আরও দু'টি ক্লাব। ব্রাজিলীয় তারকাকে সব মিলিয়ে মোট ১৩০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যদিও স্পেনের নামী স্পোর্টস ম্যাগাজিন মার্কার দাবি, ভিনিসিয়াস সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। পাশাপাশি মার্কা আরও জানিয়েছে, নেইমার ক্লাব ছাড়ার পর, রডরিগোকে পেতে ঝাঁপিয়েছিল আল হিলাল। রিয়ালের কাছে তারা প্রস্তাব দিয়েছিল ৩০ কোটি ইউরোর ট্রান্সফার ফি-র। সঙ্গে রডরিগোর জন্য বছরপিছু ১৪ কোটি ইউরোর। যদিও রিয়াল সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে।

মার্কা আরও জানিয়েছে, রডরিগোও স্প্যানিশ ক্লাব ছাড়তে রাজি নন। রিয়ালের সঙ্গে ব্রাজিলীয় তারকার বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত। রডরিগো নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, তিনি রিয়ালে যথেষ্ট সুখে রয়েছেন। বিশ্বের সেরা ক্লাব ছেড়ে সৌদি প্রো লিগে যোগ দেওয়ার কোনও ইচ্ছেই তাঁর নেই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

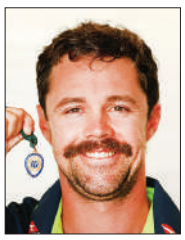

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বর্ষসেরা হয়ে অ্যালান বর্ডার পদক পেলেন ট্রাভিস হেড

মাঠে ময়দানে

4 February, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মঙ্গলবার

গুয়াহাটিতে আজ প্রস্তুতি শুরু সিন্ধুদের

গুয়াহাটি, ৩ জানুয়ারি : ব্যাডমিন্টন এশিয়া মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি শিবির হচ্ছে গুয়াহাটিতে। পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন-সহ দেশের শীর্ষ খেলোয়াররা এতে অংশ নেবেন। শিবির শুরু হবে মঙ্গলবার থেকে।

পাঁচ দিনের এই প্রস্তুতি শিবিরে প্রতিযোগিতার জন্য ফিনিশিং টাচ দেবেন লক্ষ্যরা। চিনের কুইংডাওতে এই প্রতিযোগিতা হবে ১১-১৬ ফেব্রুয়ারি। ৮ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় দল চিন রওনা হবে। ২০২৩-এ এই প্রতিযোগিতায় ভারত ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। এবার লক্ষ্য থাকবে আরও উন্নত করার। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার সচিব সঞ্জয় মিশ্র বলেছেন, সেন্টার ফর এক্সেলেন্স-এ জুনিয়ররা সিনিয়র তারকাদের সঙ্গে প্র্যাকটিসের সুযোগ পেলে উপকৃত হবে, এটা ভেবে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। একটা বড় টুর্নামেন্টে অংশ

নেওয়ার আগে টিম বন্ডিং-এর যে ব্যাপার থাকে, সেটাও শিবিরে তৈরি হয়ে যাবে।

দুবারের অলিম্পিক পদকজয়ী সিন্ধু, প্যারিস অলিম্পকের সেমিফাইনালে অংশ নেওয়া লক্ষ্য যেমন এই শিবিরে থাকবেন, তেমনই থাকবেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী সাত্ত্বিক-চিরাগ, এশিয়াডে ব্রোঞ্জ পাওয়া এইচ এস প্রণয়-সহ অনেকেই। চিনের টুর্নামেন্টে ১৪ জনের দল নিয়ে যাবে ভারত। কর্তারা আশা করছেন গতবারের ব্রোঞ্জ এবার সোনা বা রুপোয় বদলে যাবে। সিন্ধু ও লক্ষ্য প্যারিস অলিম্পিক থেকে খালি হাতে ফিরেছিলেন। এবার তাঁদেরও নজর থাকবে দেশের জার্সিতে ভাল কিছু করার। ডাবলসে অবশ্য সবার নজর থাকবে সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটির দিকে।

প্র্যাকটিসে আলবার্তো চিন্তা কমল মোলিনার

পাঞ্জাব ম্যাচ খেলবেন আলবার্তো।

প্রতিবেদন : দুশ্চিন্তা কমল জোসে মোলিনার। মোহনবাগান কোচকে স্বস্তি দিয়ে সোমবার সতীর্থদের সঙ্গে পুরোদমে প্র্যাকটিস করলেন আলবার্তো রডরিগেজ। বুধবার যুবভারতীতে পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। চোটের জন্য মহামেডান ম্যাচ খেলতে পারেননি স্প্যানিশ স্টপার। রবিবারও ফিজিওর সঙ্গে রিহ্যাব করেই কাটিয়েছিলেন। এদিন প্র্যাকটিসে চনমনে আলবার্তোকে দেখে হাসি ফুটল মোহনবাগান কোচের মুখে।

কার্ড সমস্যার জন্য স্কটিশ ডিফেন্ডার টম অলড্রেড ও মিডফিল্ডার আপুইয়াকে পাঞ্জাব ম্যাচে পাচ্ছে না সবুজ-মেরুন শিবির। এই পরিস্থিতিতে আলবার্তো ফিট হয়ে না উঠলে, রক্ষণ সাজাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তেন মোলিনা। যদিও যাবতীয় শঙ্কা উড়িয়ে বুধবারের ম্যাচে স্টপারে দীপেন্দু বিশ্বাসের জুটি বাঁধতে চলেছেন আলবার্তো। অন্যদিকে, আপুইয়ার বিকল্প হতে পারেন দীপক টাংরি অথবা অভিষেক সূর্যবংশী। তবে মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা এখনও পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি। বুধবারের ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই।

তবে মোলিনার হাতে বিকল্পের অভাব নেই। গ্রেগ স্টুয়ার্ট, দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেনের মতো বিদেশি তারকারা রয়েছেন। ফর্মে রয়েছেন দুই উইঙ্গার লিস্টন কোলাসো ও মনবীর সিংও। নিয়মিত গোল করছেন অধিনায়ক তথা অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার শুভাশিস বোসও। তাই গোলের জন্য ভাবতে হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, এবারের আইএসএলে সবথেকে কম গোলও (১৪টি) হজম করেছে মোহনবাগান। সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসের হাওয়া বইছে সবুজ-মেরুন শিবিরে।

১৯ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে বাকি দলগুলোর থেকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে মোহনবাগান। হাতে রয়েছে আরও পাঁচটি ম্যাচ। যা পরিস্থিতি, তাতে পাঞ্জাব ম্যাচ জিতলে, আইএসএল লিগ-শিল্ড জয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে যাবেন কামিন্সরা। যদিও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে রাজি নন মোলিনা। বরং তিনি পাঞ্জাবকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন। শেষ ম্যাচে পাঞ্জাব দুর্দান্ত ফুটবল খেলে হারিয়েছে শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসিকে। দারুণ ফর্মে রয়েছেন পাঞ্জাবের দুই বিদেশি ফরোয়ার্ড লুকা মাজসেন ও আসমির সুলসিচ। ১৭ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট পাওয়া পাঞ্জাব প্রথম ছয়ের জায়গা করে নেওয়ার জন্য বুধবার তিন পয়েন্ট পেতে মরিয়া হয়ে ঝাঁপাবে বলেই মনে করছেন মোলিনা। এদিকে, সোমবারই মোহনবাগান ছেড়ে নর্থইস্ট ইউনাইটেডে যোগ দিলেন ডিফেন্ডার সুমিত রাঠি।

আনোয়ারদের দ্রুত মাঠে ফেরাতে চায় লাল-হলুদ

প্রতিবেদন : শনিবার চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে হোম ম্যাচ। আগের ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দাপুটে ফুটবল খেলেও ড্র করতে হয়েছে। তাই যেভাবেই হোক চেন্নাই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট চাইছেন অস্কার ব্রুজো। সোমবার ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। মঙ্গলবার থেকে পুরোদমে চেন্নাই ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দেবে লাল-হলুদ বাহিনী।

১৮ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার ১০ নম্বরে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ছয়ে শেষ করার স্বপ্ন কার্যত শেষ। তবে সুপার কাপ ও এএফসি-র কথা মাথায় রেখে যতটা সম্ভব ভদ্রস্থ জায়গায় লিগ শেষ করতে মরিয়া অস্কার। চোটের জন্য ইতিমধ্যেই পুরো মরশুমের জন্য ছিটকে গিয়েছেন হিজাজি মাহের। ক্লেটন সিলভাও মরশুম শেষ হওয়ার

কবে ফিট হবেন আনোয়ার?

আগে ফিট হয়ে মাঠে নামতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এই পরিস্থিতিতে আনোয়ার আলি, সাউল ক্রেসপো, মহম্মদ রাকিপদের দ্রুত মাঠে ফেরাতে চান ইস্টবেঙ্গল কোচ। তবে চেন্নাই ম্যাচের আগে এই তিন ফুটবলারের পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠা কঠিন।

কার্ড সমস্যার জন্য শনিবারের ম্যাচে সৌভিক চক্রবর্তীকেও পাবে না ইস্টবেঙ্গল। যদিও স্বস্তির খবর জিকসন সিং ফিরছেন। নজর কাড়ছেন নতুন বিদেশি রিচার্ড সেলিস। তবে দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসের গোল-খরা চিন্তায় রাখছে লাল-হলুদ শিবিরকে। মুম্বই ম্যাচে বেশ কিছু সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন দিয়ামানতাকোস। গ্রিক স্ট্রাইকারের একটি শট ও একটি হেড পোস্টে লেগেছে। গতবারের আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা এবারের লিগে গোল করেছেন মাত্র তিনটি। যদিও অস্কার আশাবাদী, তাঁর অন্যতম সেরা অস্ত্র দ্রুত গোলে ফিরবে।

সৌবৃতির রুপো, বিতর্কে সাঁতার

প্রতিবেদন : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত ৩৮তম জাতীয় গেমসে ফের পদক জিতলেন বাংলার সাঁতারু সৌবৃতি মণ্ডল। কিন্তু অল্পের জন্য সোনার হ্যাটট্রিক হল না তাঁর। টুর্নামেন্টে এর আগে ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে এবং ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে সোনা জিতেছিলেন সৌবৃতি। সোমবার ৫০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে মাত্র ০.১ সেকেন্ডের জন্য দ্বিতীয় হয়ে তৃতীয় সোনা হাতছাড়া করলেন হাওড়ার মেয়ে। এদিকে যোগাসনে বাংলাকে সোনা ও রুপো উপহার দিলেন যথাক্রমে ঋতু মণ্ডল ও স্বাতী মণ্ডল। আর্টিস্টিক সিঙ্গল ইভেন্টে সোনা জিতেছেন শিল্পা দাস।

যদিও এমন দিনেও সৌবৃতিকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। খবর, দিন তিনেক আগে ২০০ মিটার রিলে ইভেন্টে নামার আগে সতীর্থদের সঙ্গে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছিলেন সৌবৃতি। রিলেতে সৌবৃতিকে প্রথম ল্যাপে রাখা হয়েছিল। যদিও তিনি চতুর্থ তথা শেষ ল্যাপে নামতে চান। তা নিয়েই উত্তপ্ত বাদানুবাদ হয় রিলে টিমের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সৌবৃতির। এই প্রসঙ্গে সৌবৃতির বক্তব্য, ‘‘আমি আগেই বলেছিলাম সবার শেষে নামব। কিন্তু দল তৈরির সময় সেটা মানা হয়নি। উল্টে আমার সঙ্গে জুনিয়ররাও খারাপ আচরণ করেছে।’’ এদিকে, এই ঘটনার জেরে বাংলার নাম এই ইভেন্ট থেকে বাতিল করে দেন আয়োজকরা। তবে বিতর্কের খবর মানতে চাননি কর্তারা। বাংলা দলের শেফ দ্য মিশন বিশ্বরূপ দে দেরাদুন থেকে ফোনে ঝামেলার খবর উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘‘এখান থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরের হলদিওয়ানিতে হচ্ছে সাঁতারের ইভেন্ট। আমি ওখানে ছিলাম না। আমার কাছে যা রিপোর্ট এসেছে, তাতে তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। বরং সৌবৃতির সামনে আরও ইভেন্ট থাকায় ওকে ওই ইভেন্টে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। আর বাংলা দলকে বাতিল করে দেওয়ার খবরও ঠিক নয়। ওই ইভেন্টে পদক জয়ের সম্ভাবনা না থাকায়, আমরা নিজেরাই নাম তুলে নিই।’’

জাতীয় গেমস

রোহিত-বিরাট ঠিক রান করবে : সৌরভ

নজর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বর্ডার-গাভাসকর সিরিজে দু’জনেই ব্যর্থ। ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেও নিজের নিজের রাজ্যের হয়ে রান পাননি। এদিকে, সামনেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ।

যদিও বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কোনও রাখঢাক না করেই জানাচ্ছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট-রোহিতকে চেনা ফর্মে দেখা যাবে। সৌরভের বক্তব্য, ‘‘বিরাট ও রোহিত সাদা বলের ক্রিকেটের গ্রেট। দু’জনেই চ্যাম্পিয়ন ব্যাটার। অতীতে বিশ্বকাপে ও আইসিসির সাদা বলের টুর্নামেন্টে সফল হয়েছে। আমার ধারণা, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ওরা ফর্মে ফিরবে। ভারত নিজেদের সবকটা ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। আশা করি, ওখানকার উইকেট ভালই হবে। যদি সেটা হয়, তাহলে বিরাট ও রোহিত রান করবেই।’’

সৌরভ আরও বলেছেন, ‘‘অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে রান না পেলেও বিরাট ও রোহিতের ক্লাস নিয়ে তো প্রশ্ন নেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে একদিনের সিরিজ রয়েছে। সেখানে ওরা ভালই প্রস্তুতি নিতে পারবে। আবারও বলছি, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট ও রোহিতকে চেনা ফর্মেই সবাই দেখতে পাবেন। কারণ ফর্ম টেম্পোরারি, কিন্তু ক্লাস পার্মানেন্ট।’’ প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলবে ভারত। যা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে। এই সিরিজকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সাল হিসাবে চিহ্নিত করছেন সৌরভ।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আবুধাবি নাইট রাইডার্স ও রংপুর রাইডার্সের হয়ে নামলেন আন্দ্রে রাসেল। তবে রান নেই

আড়াইশোর বেশি রান চাই সব ম্যাচে : গম্ভীর

মিশন টি-২০

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : হাই রিস্ক থাকবে। পাশাপাশি চলবে হাই রিওয়ার্ড ক্রিকেটও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি ২০ সিরিজ জিতে গৌতম গম্ভীর আবার পুরোনো মেজাজে। তিনি বলছেন, তাঁদের লক্ষ্যই হল নিয়মিত ২৫০-২৬০ রান তোলা। তাতে ম্যাচ হারলেও পিছিয়ে আসবেন না।

শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ১৫০ রানে হারিয়েছে ভারত। জস বাটলাররা যেভাবে এই সিরিজ ৪-১-এ হারলেন তাতে পুণের হর্ষিত-বিতর্কও আপাত হিমঘরে চলে গেল। এভাবে সিরিজ হারার পর ইংল্যান্ডের আর কোনও অজুহাত গ্রহণযোগ্য মনে হবে না। একইসঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে ব্রেন্ডন ম্যাকালামের বাজবল থিওরিও। তাঁকে প্রবলভাবে টেক্কা দিল হালফিলের গামবল।

রবিবার ভারত ২০ ওভারে ২৪৭/৯ তুলেছে। এটা তাদের এই ফর্ম্যাটে চতুর্থ সর্বোচ্চ রান। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ভারতীয় কোচ গম্ভীর বলেছেন, আমরা এভাবেই টি ২০ ক্রিকেট খেলতে চাই। আমরা হারের ভয় নিয়ে ক্রিকেট খেলি না। আমরা ঝুঁকি নেব। রিওয়ার্ডও পাব। ছেলেরা এই নীতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। আমার মনে হয় টি ২০ ক্রিকেটের মূল ব্যাপারটাই দাঁড়িয়ে আছে স্বার্থহীনতা ও ভয়হীন মানসিকতার উপর। গত ছমাসে আমাদের দল এভাবেই খেলেছে।

নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর চাপে ছিলেন গম্ভীর। এই জয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে তাঁকে অক্সিজেন জোগাল। গম্ভীর আরও বলেছেন, আমরা নিয়মিত ২৫০-২৬০ রান করতে চাই। এটা করতে গিয়ে ১২০-১৩০ রানে গুটিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এটাই টি ২০ ক্রিকেট। তুমি যদি বড় ঝুঁকি না নাও তাহলে বড় রিওয়ার্ড পাবে না। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমার মনে হয় আমরা সঠিক রাস্তায় রয়েছি। বড় টুর্নামেন্টেও আমরা এভাবে খেলব। হারের ভয়ে এখান থেকে সরে আসব না।

গম্ভীর অতঃপর বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে যোগ করেন, আইপিএল থেকে টি ২০ ক্রিকেটের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া খুব বড় ব্যাপার। ইংল্যান্ড যেহেতু হাই কোয়ালিটি দল, তাই এই সিরিজ ছিল বরুণের জন্য বেঞ্চমার্ক। ইংল্যান্ড দলে অনেক ভাল ক্রিকেটার রয়েছে। আর এবার বেশ ভাল ব্যাটিং উইকেটে খেলা হল। কিন্তু বরুণ কঠিন সময়ে যেভাবে বল করেছে, সেটা ছিল অসাধারণ।

বিশ্বকাপের সেরা দলে তৃষা-সহ চার

কুয়ালালামপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি : টানা দ্বিতীয়বার মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভাসছেন ক্রিকেটাররা। বোর্ডও ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফদের জন্য পাঁচ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এবার আইসিসির বিচারে সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপের টিম অফ দ্য টুর্নামেন্টে জায়গা করে নিলেন চার ভারতীয়। এই তালিকায় রয়েছেন ফাইনাল ও টুর্নামেন্টের সেরা গঙ্গাদি তৃষা, জি কমলিনী, বৈষ্ণবী শর্মা এবং আয়ুষি শুক্লা। দলের অধিনায়ক হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে রানার্স আপ দক্ষিণ আফ্রিকার কাইলা রেইনেকে। তৃষা একটি সেঞ্চুরি-সহ টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ৩০৯ রান করেছেন। এছাড়া নিয়েছেন ৭ উইকেট। ওপেনার কমলিনী ৩৫.৭৫ গড়ে মোট ১৪৩ রান করেছেন। স্পিনার বৈষ্ণবী ১৭ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। আরেক স্পিনার আয়ুষি নিয়েছেন ১৪ উইকেট। দলে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার জেম্মা বোথা, ইংল্যান্ডের ডেভিনা পেরিন ও কেটি জোন্স, অস্ট্রেলিয়ার কাইওমে ব্রে, নেপালের পূজা মাহাতো ও শ্রীলঙ্কার চামোদি প্রোবোধা।

এনসিএ-তে বুমরা, সিদ্ধান্ত ২-৩ দিনে

বেঙ্গালুরু, ৩ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কি জসপ্রীত বুমরাকে আদৌ পাওয়া যাবে? ভারতীয় ক্রিকেটে এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন! বুমরা নিজেও ফিট হয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। রবিবার রাতেই বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যোগ দিয়েছেন ভারতীয় পেসার। আপাতত দু'-তিনটে দিন এনসিএতেই থাকবেন। সেখানে বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম তাঁর চোট খতিয়ে দেখবে। বোর্ড সূত্রের খবর, এর পরেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বুমরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারবেন কিনা।

বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, এনসিএতে আরও একবার বুমরার স্ক্যান করা হবে। তাঁর চোট খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবেন এনসিএ-এর চিকিৎসকরা। সেই রিপোর্ট দেখেই বুমরার খেলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে অজিত আগারকরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি। যদি চিকিৎসকরা মনে করেন, এই মুহূর্তে বুমরার অস্ত্রোপচারের কোনও প্রয়োজন নেই, তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। কিন্তু যদি অস্ত্রোপচারের দরকার হয়, সেক্ষেত্রে বুমরার খেলার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না।

ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ডের নামী শল্য চিকিৎসক রোয়ান শাওটেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বিসিসিআই। ২০২২ সালে এই কিউয়ি চিকিৎসক বুমরার অস্ত্রোপচার করেছিলেন। যদি ফের অস্ত্রোপচার করাতে হয়, তাহলে বুমরাকে নিউজিল্যান্ড পাঠাবে ভারতীয় বোর্ড। যদিও পুরোটাই নির্ভর করছে স্ক্যান পরীক্ষার রিপোর্ট কী আসে, তার উপর। প্রসঙ্গত, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দলে রাখা হয়েছে বুমরাকে। যদি তিনি শেষ পর্যন্ত ফিট হয়ে উঠতে না পারেন, তাহলে তাঁর বদলে অন্য কোনও জোরে বোলারকে নেওয়া হবে। সেটাই দল ঘোষণার সময়ই জানিয়ে রেখেছেন আগারকর। সেই কারণেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের দলে নেওয়া হয়েছে হর্ষিত রানাকে। বুমরা ছিটকে গেলে, হর্ষিতই সম্ভবত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দলে ঢুকবেন। সব মিলিয়ে চলতি সপ্তাহেই পুরো ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

যুবিকেই কৃতিত্ব দিলেন অভিষেক

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি : রবিবাসরীয় ওয়াংখেড়ের ২২ গজে ঝোড়ো সেঞ্চুরি হাঁকানোর পথে একের পর এক নজির গড়েছেন অভিষেক শর্মা। তরুণ বাঁ হাতি ওপেনার যদিও যাবতীয় কৃতিত্ব দিচ্ছেন নিজের মেন্টর তথা প্রাক্তন তারকা যুবরাজ সিংকে।

যুবরাজের মতো অভিষেকও পাঞ্জাবের ছেলে। অনূর্ধ্ব ১৯ স্তরে খেলার সময়ই যুবির সঙ্গে পরিচয় অভিষেকের। এর পর থেকেই অভিষেককে ঘষেমেজে তৈরি করেছেন যুবরাজ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি-২০ ম্যাচে ৫৪ বলে ১৩৫ রানের ইনিংস খেলার পর অভিষেক বলছেন, ''আমার সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব যুবি ভাইয়ের। তিন-চার বছর আগে থেকে উনি আমার ব্যাটিং নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। আমার উপরে ভরসা রেখেছিলেন। সব সময় বলে গিয়েছেন, আমি একদিন ভারতের হয়ে খেলব। ম্যাচও জেতাব। সেটা এখন সত্যি। এই ইনিংসের পর তাই সবার আগে যুবি ভাইয়ের মুখটা মনে পড়েছিল।''

অভিষেক আরও বলেছেন, ''আমার কেরিয়ারে যুবি ভাইয়ের বিরাট বড় অবদান রয়েছে। যখনই কোনও সমস্যা হয়, আমি ওঁকে ফোন করি বা দেখা করি। প্রত্যেক ম্যাচের আগে ও পরে ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। যুবি ভাই আমার কথা মন দিয়ে শোনেন। ব্যাটিংয়ে উন্নতির জন্য আরও কী কী করতে হবে, সেটা বলে দেন। এখনও পর্যন্ত ক্রিকেটার হিসাবে যতটুকু অর্জন করেছি, তার নেপথ্যে রয়েছেন উনি।'' জিম্বাবোয়ে সফরে টি-২০ ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ পেয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে দল থেকে বাদ পড়ে যান। যদিও নিজের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। দলে ফেরার জন্য কঠোর পরিশ্রমও করেছেন।

অভিষেকের বক্তব্য, ''কেরিয়ারে কঠিন সময় আসবেই। আমারও এসেছিল। রান করতে পারছিলাম না। ভাল বোলিংও করতে পারছিলাম না। কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস হারাইনি। নেটে আরও বেশি খেটেছি। জানতাম, একদিন ঠিক ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলব। ওয়াংখেড়েতে সেটা করতে পেরেছি। এই সেঞ্চুরি আমার কাছে স্পেশাল। কারণ দেশের মাঠে এটা আমার প্রথম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি।''

সেঞ্চুরির পর অভিষেক। মুম্বইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে।

নিয়ম বদলে বেভান এবার হল অফ ফেম

মেলবোর্ন, ৩ ফেব্রুয়ারি : প্রায় দেড় দশকেরও বেশি সময় উপেক্ষিত থাকার পর অবশেষে স্বীকৃতি পেলেন মাইকেল বেভান। অস্ট্রেলিয়ার হল অফ ফেমে যুক্ত করা হয়েছে ওয়ান ডে ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ফিনিশারকে।

এতদিন এই সম্মান পাওয়ার জন্য ক্রিকেটারদের টেস্ট কেরিয়ার কতটা সমৃদ্ধ সেটা দেখা হত। সেই হিসাবে বারবার উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছেন বেভান। কারণ দেশের হয়ে ২৩২টি একদিনের ম্যাচে ৫৩.৫৮ গড়ে ৬৯১২ রান করা অস্ট্রেলীয় ব্যাটার খেলেছেন মাত্র ১৮টি টেস্ট। মোট রান ৭৮৫। কিন্তু চলতি বছরের শুরুতেই সেই নিয়মে বদল এনেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সোমবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বেভানের হাতে হল অফ ফেমের স্মারক তুলে দেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম শীর্ষ কর্তা পিটার কিং। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে আবেগে ভেসে গিয়েছেন ৫৪ বছর বয়সী বেভানও। তিনি বলেন, ''অসাধারণ অনুভূতি। ক্রিকেট নামের মহান খেলায় কিছুটা অবাদন রাখতে পেরে আমি গর্বিত।''